খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বড় দিন

- চিকিৎসার নামে অন্যরকম এক নকশালবাড়ির বিপ্লব
- বড়দিন এখন সার্বজনীন
- বর্ষ বিদায়ের রাতে কম্বল বিতরন
- মানুষ তাঁদের জন্য নয়, তাঁরাই মানুষের জন্য

Er. Vaskar Biswas

Civil Engineer & Govt. Valuer

Contact Nos :
+91-94741-01321, 98320-68560
email : creatorvb@rediffmail.com
94, S.N. Bose Road, Deshbandhupara, Siliguri-734004

SILIGURI TARAI EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY

(Govt. Regn. No. SO185236 of 2011-2012)

Projects

SILIGURI TERAI B.ED. COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS TRAINING INSTITUTE

ESTD 2017
AFFILIATED TO BSAEU & WBBPE
RECOGNISED BY NCTE
Website- www.slgttc.com

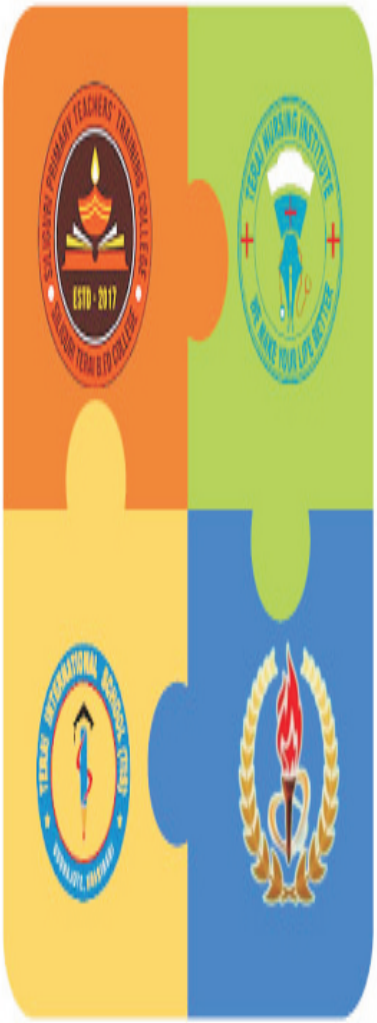

TERAI NURSING INSTITUTE

ESTD 2022
APPROVED BY WBNC & INC
Website- www.terainursing.com

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

ESTD 2020
AFFILIATED WBBPE
Website- www.tischool.in

TERAI SPORTS ACADEMY

ESTD 2020

Wishing You a Happy & Healthy New Year

With best compliments from...

THALAMUS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

STATE-OF-THE-ART MULTI SPECIALITY HOSPITAL IN SILIGURI

OUR SERVICES

24x7 EMERGENCY
24x7 PHARMACY
24x7 CRITICAL CARE UNIT
24x7 MRI
24x7 X-RAY
24x7 CT
24x7 LAB
USG
ECHO
ECG
CARDIAC CARE
DIALYSIS
PRIVATE & SEMI PRIVATE CABINS
CATHLAB
ROBOTIC NEUROSURGERY
MODULAR OT
REHABILITION UNIT

OUR SPECIALITIES

- NEUROSURGERY
- NEUROLOGY
- PSYCHIATRY
- INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
- NEPHROLOGY
- GASENTROLOGY
- ORTHOPAEDIC SURGERY
- ENDOCRINOLOGY
- PULMONOLOGY
- PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY
- GENERAL AND LAPARSCOPIC SURGERY
- ENT, HEAD AND NECK SURGERY
- GENERAL MEDICINE
- MAXILLO-FACIAL SURGERY
- EMERGENCY AND TRAUMA CARE
- CRITICAL CARE
- ANAESTHESIOLOGY
- RADIOLOGY

Thalamus
Institute of Medical Sciences

03561-354100

wecare@thalamushospital.com www.thalamushospital.com

West Dhantala, Near Battalion More, Fulbari, Siliguri - 734015

Holy Palace Christian Hospital

HEALTHCARE WITH INTEGRITIY

MEDICAL DOCTORS

MEDICINE | SURGERY | GYNAE & OBSTETRICS | CRITICAL & INTENSIVE CARE SPECIALISTS | GENERAL PHYSICIAN | PAEDIATRICS | ORTHOPAEDICS

EMERGENCY

24 x 7 EMERGENCY SERVICE
CRITICAL CARE UNIT
A/C AMBULANCE

HEALTHCARE

SPECIALIST CONSULTANT
MAJOR SURGERIES
CHILD DELIVERY
ICU & HDU

DIAGONOSIS

PATHOLOGY TESTS
DIGITAL X-RAY
ECG
USG (Coming Soon)

ABOUT US!

- Established in 1996 with an aim to provide accessible quality healthcare service to all.
- Qualified dedicated healthcare staff to serve your needs and to look after you.
- Agape Cottages for hospice patients.
- Government Health Card accepted for cashless treatment.
- Insurance Empanelment with- SBI General Insurance Company Ltd. and Care Health Insurance Ltd.
- Affordable Cost.

01 Out- Patient Deparment- Monday to Saturday.

02 Specialist Doctors for Consultation.

03 Doctors available 24X7

+91 6294-764753 | +91 7431-009332

holypalacecc@gmail.com

www.holypalace.in.net
www.holypalacecc.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-5
1st December-31st December 2023 X-MAS
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৫ বড়দিন ৮ই পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
ডিসেম্বর ২০২৩ বড়দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

'ঝুমো নাচো গীত গাও যীশু পায়দা হুয়া...অনিন্দিতা চক্রবর্তী.....০৪
নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুক.....সঞ্জীব শিকদার..... .....০৯
তুমি আমাদের পিতা.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী.....১৩
বড় দিনের উৎসব.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....১৬
চলুন না আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসি
.....প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা (লাকড়া).....১৮
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....২০
মানুষ তাঁদের জন্য নয়, তাঁরাই মানুষের জন্য...নির্মলেন্দু দাস.....২৩
নতুন বছরে আরোও এগিয়ে যাক খবরের ঘন্টা...সুজিত ঘোষ.....২৫
ব্যবসার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা চলবে...নির্মল কুমার পাল.....২৬
নতুন বছরে বেশি করে স্বাস্থ্য শিবির....নবকুমার বসাক.....৩০
চারদিকে শান্তির পরিবেশ
তৈরি হোক.....বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড.....৩৪
যীশুখ্রীষ্টের দর্শন উপলব্ধি করা প্রয়োজন....স্বদীপ্ত স্যামুয়েল.....৩৬
দুঃখী মানুষদের সঙ্গে আছি.....সঙ্গীতা গুপ্তা.....৩৭
নতুন বছর ভালো হোক.....মৃনাল পাল.....৪০
যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন.....ধনঞ্জয় পাল.....৩৮
মহামানব যীশুখ্রীষ্ট.....অনিল সাহা.....৩৯
সবাই ভালো থাকুন.....পুষ্পজিৎ সরকার.....৪০

ঃঃ অণু গল্প ঃঃ

প্রশ্ন.....উত্তম দত্ত.....১৪

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

ঃঃ কবিতা ঃঃ

মহাশক্তি.....অর্চনা মিত্র.....০৬

কেমনে তারা রবে.....উত্তম দত্ত.....০৬

বড় দিন.....তন্ময় ঘোষ.....০৭

বড় হোক বড় দিন.....কবিতা বনিক.....০৮

অতীত ও বর্তমান.....মুকুল দাস.....০৮

নীরব উঠান..... গোপা দাস.....০৮

কবি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে.....অশোক পাল.....০৯

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কিভাবে কম বাজেটে ছোট ছোট

ফ্ল্যাট কিনতে পারেন.....১০

শিলিগুড়ি পাশেই এই গ্রামে চিকিৎসার নামে অন্যরকম

এক নকশালবাড়ির বিপ্লব.....১১

স্টেথো দিয়েই নিয়ে আসা যায় বিপ্লব, প্রমাণ করেছেন

এই চিকিৎসক.....১৭

২৫শে ডিসেম্বর শান্তির জন্য ওড়ানো হবে পায়রা.....১৯

বিয়ের কেনা কেটাও জমে উঠেছে এই বুটিকে,

নতুন বছরেও থাকছে অনেক চমক.....২০

কুডোতে দারুনভাবে সফল শিলিগুড়ির ছোট্ট শিশুকন্যা আরুষি...২৫

বড়দিন এখন সার্বজনীন, ক্যারলের সঙ্গে সেবামূলক

কাজ অব্যাহত.....২৬

হাত বাড়ালেই নীল পাহাড়ের দ্যাশে যা, বড় দিনের

অন্যরকম পরিবেশ এই চার্চে.....২৭

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ

বদলে দিতে মেলার মাধ্যমে নজির বিহীন কাজ.....২৮

লকডাউনের সঙ্কটে এই গৃহবধূ শুরু করেছেন

রান্না করা শুঁটকি.....২৯

সময় পেলেই কবিতা, অনু গল্প সহ সাহিত্য চর্চায়

ডুব দিচ্ছেন এই কলেজ কর্মীর.....৩১

ফ্ল্যাটের ফার্নিচার নতুনভাবে তৈরি করতে এই প্রথম নতুন

প্রকল্প শুরু করেছেন এক মহিলা.....৩৩

বর্ষ বিদায়ের রাতে কম্বল বিতরন, মানুষের সেবাতেই

নতুন বছরের আনন্দ.....৩৮

ঃঃ সঙ্গীত ঃঃ

মবড় দিন ও নতুন বছরকে সামনে রেখে স্বরচিত

সঙ্গীত.....বিপ্লব সরকার ৪০

অমৃত—কথা

"আমি সত্য পথ। আমাকে ছাড়া মহাপ্রভু জগতপিতার কাছে যাবার অন্য কোনো পথ নেই। নরকে যাবার পথ সহজ খুব। সেজন্য অনেকেই সে পথ বেছে নেয়।কিন্তু স্বর্গে যাবার পথ খুবই সঙ্কীর্ণ কষ্টকর, খুব কম লোকই সে পথ দিয়ে যায়। "--যীশুখ্রিষ্ট

সম্পাদকীয়

নতুন আশা

বড় দিন ২৫শে ডিসেম্বর। সকলকে শুভেচ্ছা। প্রভু যীশুর দর্শন মেনে পৃথিবীতে শান্তি ও ভালোবাসার পরিবেশ বজায় থাকুক এটা রইলো প্রার্থনা। তার পরপরই আসছে নতুন বছর। ২০২৪। পুরনো বছরের যা কিছু ভুল তা সংশোধন করে নতুন হয়ে উঠুক নতুনভাবে। নতুন নিয়ে আসুক অনেক আশার বার্তা নিয়ে। আমরা খবরের ঘন্টা বিদায়ী এই বছর ২০২৩ সালে শুরু করেছি সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। ২০২৩ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের সংবাদ পাঠিকা সোমা দাস, নন্দিতা ভৌমিক, অর্পিতা দে সরকার এবং পাঞ্চালি চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে আমরা শুরু করি সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। আমরা স্থির করি, যারা ধারাবাহিকভাবে খবরের ঘন্টার এই পত্রিকা প্রকাশে লেখা, বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদেরকে সামান্য প্রতীকি ভালোবাসাস্বরুপ সংবর্ধনা প্রদান করবো। বারো মাসে বারোটি সংখ্যা আমাদের প্রকাশিত হয়। এই বারোটি সংখ্যা প্রকাশে যারা ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদেরকে দেশ প্রেমের ভাবনা থেকে আমরা সংবর্ধনা প্রদান করছি। খবরের ঘন্টা পত্রিকা প্রকাশে এভাবে যারা ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ দিয়ে যাবেন তাদেরকেও আমরা এক এক করে সংবর্ধনা প্রদান করবো। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ভালোবাসায় ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে চলছে খবরের ঘন্টা। এই পত্রিকার প্রিন্ট মিডিয়া সাদা কালো হলেও ডিজিটাল সংস্করন রঙিন করা হয়েছে। তার সঙ্গে সোস্যাল মিডিয়াতে ফেস বুক, ইউ টিউব, গুগুলে রয়েছে খবরের ঘন্টা।
সকলকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। নতুন বছর সকলের ভালো হোক, যারা এই বড় দিন সংখ্যা প্রকাশে লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা ।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

‘ঝুমো নাচো গীত গাও যীশু পায়দা হুয়া ’

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী
(সঙ্গীত শিল্পী এবং কর্ণধার, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

শৈশবে বইতে পড়তাম সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত ২১শে জুনকে বলা হয়। কারণ সেই দিন সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখায় খাড়াভাবে কিরন দেয়। সেই দিনে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন আর সবচেয়ে ছোট রাত হয়। অপরদিকে দক্ষিন গোলার্ধে সেই দিন সবচেয়ে বড় রাত এবং সবচেয়ে বড় দিন হয়।

বছরে সব ধর্মের উৎসব হয়। একেক ধর্মের একেক নাম থাকে। বছরের শেষ হয় বড় দিনের উৎসবের মধ্য দিয়ে। ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন। তাই সেই দিনকে বড় দিন বলা হয়। অনেকের কাছে যীশুর জন্মের তারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে শীত কালে জন্মেছেন তিনি , এটা নিশ্চিত। গোটা শীতকাল জুড়েই তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। শুধু একদিন কেক কাটার মধ্য দিয়ে এই উৎসব হয় না। নভেম্বর মাস থেকে গির্জার সহভাগীরা ঘুরে ঘুরে সহভাগিতা শেয়ার করে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সন্তানরা যারা যে গির্জার সঙ্গে যুক্ত তারা প্রত্যেক সপ্তাহে তিন চার দিন ধরে এক একজনের বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সহভাগিতা শেয়ার করে। প্রথমে খ্রিষ্ট গান , পরে প্রার্থনা, তারপরে বাইবেল পড়ে সবাই আত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।এরপর প্রভুর পাঠানো ভোজ চলে। একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন। একমাত্র

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE
Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128
C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

এই উৎসব যেখানে নতুন জামাকাপড় কেনার প্রয়োজন হয় না। এই উৎসবে ঘুরে ঘুরে প্যান্ডেলে যেতে হয় না,এই উৎসবের জন্য কোনো ক্লাবকে চাঁদা দিতে হয় না। একমাত্র এই উৎসবের জন্য কোনো খরচ নেই। এই উৎসবে সবাই ঘর সাজায় খ্রীষ্টমাস ট্রি দিয়ে, বেলুন লাগায় কাগজের। বাড়িতে কেক কাটা হয়, মিস্টি মুখ --ব্যস। কেউ যদি এসব কিছুই করতে না পারে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে ধনী দরিদ্র কোনো কিছুর ভেদাভেদ নেই। সবাই এই উৎসবে যোগ দিতে পারেন। একমাস ধরে গির্জাগুলোতে ,কলশীয়দের বাড়ি, পার্ক, ফাঁকা মাঠ, চার মাথা মোড়ে চলে কোনো সঙ্গীত, প্রার্থনা, বাইবেল ভার্স, সান্তা সবাইকে গিফট দেয় ইত্যাদি অনেক কিছু। ২০২১ সালে যখন থেকে ঈশ্বরকে জেনেছি, ঈশ্বর সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে আমার আত্মাকে পর্যবেক্ষন করেছেন তখন থেকে অনুভব করি--হু ইজ গড? গড ইজ আওয়ার সোল হুইচ হ্যাজ নেভার ডায়েড।

ডিসেম্বর মাস এলে সবার ঘরে বারান্দায় আলো জ্বলে। প্রভু আসছেন আনন্দ আর আনন্দ দিতে। পরের আরও একটি নতুন বছর উপহার দিতে। মানুষ থেকে শুরু করে সব পশুপাখি প্রানী জগৎ সবকিছু প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আমরা যখন ভুল করি--পাপ করি, প্রভু যীশুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে তিনি ক্ষমা করে দেন। ঈশ্বর আমাদেরকে মুক্তি দিতে, উদ্ধার করতে, ক্ষমা করতে প্রেম দিতে স্বর্গ থেকে এসেছেন মানুষের রুপ নিয়ে। প্রত্যেক বছর নভেম্বর মাস থেকে প্রভু যীশুর আগমনের প্রস্তুতি চলে। সেটা শেষ হয় বড় দিনে এসে।

যীশুর জন্ম অদ্ভুতভাবে হয়েছিল। কুমারী মা মরিয়ম বাবা যোশেফের প্রতি বাগদত্তা হলে সহবাসের পূর্বে মা মরিয়ম পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভবতী হন। বাবা যোশেফ মা মরিয়মকে গ্রহন করতে অসন্মতি জানালে স্বপ্নের এক দূত বাবা যোশেফকে আদেন দেন তিনি যেন মা মরিয়মকে গ্রহন করে। তিনি এও আদেশ দেন, যতদিন পর্যন্ত সন্তান জন্ম না নিচ্ছে খবরটি কাউকে আত্মপ্রকাশ না করে।মরিয়মের কোলে যিনি আছেন তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যা পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভে। নাম যীশু অর্থাৎ ত্রান কর্তা। বেথেলহেমে একটি আস্তাবল যেখানে গাধা ও অন্যান্য পশু থাকে সেখানে যীশু জন্মগ্রহন করেন। মরিয়ম তাকে কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখেন, আর সেটা এমন পাত্র যাতে পশুর খাবার রাখা হয়। বড় দিন যেখানে শুধু আনন্দের গীত হয় , কেক খাওয়া হয়, সাথে উপহার মেলে। ''ঝুমো নাচো গীত গাও যীশু পায়দা হুয়া।''

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

Best Wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity ! May all that is beautiful, meaningful and bring you joy be yours this Holy season and throughout the coming year! Merry Christmas and wish you all the happiness to all my people.

Fr. WILLIAM TIRKEY

PARISH PRIEST

OUR LADY QUEEN CATHOLIC CHURCH

PRADHAN NAGAR

SILIGURI

MOBILE : 8016134423

মহাশক্তি

অর্চনা মিত্র

(প্রধান নগর, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

মহাশক্তির আরাধনা অমাবস্যার রাত্রি
খড়্গ হস্তে স্বর্গ হতে রুদ্ররুপ ধারণ করে
কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার কালি পূজায়
তুষ্ট হয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পূর্ব পুরুষ যত।
স্বর্গ হতে পৃথিবীতে নেমে আসে কর্ম ফলে
স্মৃতিগুলো মূল্যায়ন হয় ওই রাত্রে
অতৃপ্ত আত্ম হিংস্র জ্বালে বাঘের রুপ
ধারণ করে ভক্তি আর শ্রদ্ধা দিয়ে
চৌদ্দ-শাক খাও আর চৌদ্দ প্রদীপ জ্বালাও
ঘরে আঁধার নিভে জ্বলুক আলোর দীপাবলী
কাটুক ভালো ঠাকুর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ
সারা রাত্রি জ্বালিয়ে রেখে অমাবস্যার রাতে
ভালোবাসা আসবে ফিরে অন্ধকারও যাবে দূরে,
পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করো
আত্মার কোন বিনাশ নেই
নিজ বংশের পরম বন্ধু ওরা।
কালী পুজোর রাতে অক্ষুন্ন হিংসা বিসর্জন দাও
আশীর্বাদ পূর্ব পুরুষের ভালোবাসার ঘরে।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫

কৌস্তভ দত্ত

রোজলি দত্ত

কৌণিক দত্ত

ও

ক্রিস্টভ দত্ত

শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

কেমনে তারা রবে

কলমে ঃ উত্তম দত্ত

(ভারত নগর, শিলিগুড়ি , প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক --উত্তরের সাহিত্য ও ভ্রমণ, কাব্য সৃজন পরিষদ, সরকারি কর্মচারি, শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

ভোরবেলাতে লাগছে এখন
হালকা হিমেল হাওয়া,
ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু
এটাই শীতের পাওয়া।
ভাবছি আমি যাদের কথা
কেমনে তারা রবে,
শীতকালটা তাদের কাছে
নয়তো সুখের হবে।
দীনদুঃখী গরিব মানুষ
এই সমাজের যারা,
শীতের প্রকোপ বাড়লে পরে
কেমনে সইবে তারা।
শীতকালটা নয়তো সুখের
সেই রোগীদের তরে,
শ্বাস-কষ্টে ভুগছে যারা
তারাই বেশি মরে।
আমরা যারা মুখে বলি
শীতের আমেজ নিয়ে,
তারাই চরাই শীতের পোশাক
নিজের গায়ে দিয়ে।

বড় দিন

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

বড় দিন এলো আজ, প্রার্থনা গির্জায়,
কেক আর মিষ্টিতে, আনন্দ সন্ধ্যায়।।
কত মজা সারাদিন যাই দূর সফরে,
পিকনিকে ভুরিভোজ মজি ভাজা-পাপড়ে।।
বেলুন আর চকোলেট , কত মজা দিনভর,
বড় দিনে এল ফের ধরণীতে ঈশ্বর।।
ছুঁড়ে দাও পৃথিবীতে চেতনার আবরণ,
বাতাসেতে মিশে থাক শুদ্ধতা আজীবন।।
আজ শিখবে পৃথিবী তোমার বার্তাগুলো,
ক্ষমার মন্ত্র বুঝবে মানুষ আজ,
লোভ-লালসা চলে যাক ধরা হতে,
আজ ধরণীর গায়ে নতুন আলোর সাজ।।
বড় দিনে আজ থেকে দিন বড় হলো ভাই,
এই সুন্দর পৃথিবীতে ভাল থাকো সব্বাই।।

With Best Compliments From :~
Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)

SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

বড় হোক বড় দিন

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

"বড় দিন আজও হয়নি সত্যিই বড় "
মানুষ যে হতে পারেনি ঐশ্বরীয় গুনে বড়।
ফুটপাথে কত কত শিশু অনাহারে থাকে
পায় না শিক্ষার আলো--
স্যান্টা যদি সব শিশুকে দিত কিছু ভালো !
যদি সত্যিই মানুষেরা স্যান্টাক্লজ হয় --
তবে প্রতিদিন হবে বড় দিন, একদিন নয়।
উচ্চ থেকে নীচ আজ সব মানুষই অসহায়
পেটে, পোষাকে আর কেউ মনে, মস্তিস্কে, ব্যর্থতায়।
স্যান্টা আসুক ঘরে ঘরে, রাস্তায় ফুটপাতে, স্টেশনে--
যদি স্যান্টারা দায়িত্ব নেয় নিজের অলিতে গলিতে, গগনচুম্বীতে,
অপরিচ্ছন্ন বসত এলাকার সৌন্দর্যায়নে!
কত আলো, রোশনাই, খেলনা, খাওয়া, শীতের পোষাক !
প্রতি ক্লাবে, পাড়ায়, গির্জায়
কত আনন্দ উৎসব!
নেই কি কোথাও আমাদের যীশু ?
যিনি স্যান্টার হাতে ভরে দেবেন
মানবিকতার নানান খোরাক!
উচ্চ থেকে নীচে ধ্বনিত হবে বলগা হরিনের টুংটাং ঘন্টি
মানুষ পাবে একটু স্বচ্ছতা আর পাবে পেট ভরা শান্তি।

অতীত ও বর্তমান

মুকুল দাস
(বয়স -৯৯,শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বর্তমান বলে--অতীত তুমি বড়ই
বিশৃঙ্খল স্মৃতিতে জাগরন।
অতীত বলে-- বর্তমান তুমি বেশ
মজায় কাটাও জীবন।
বর্তমান বলে-- অতীত তুমি ছিলে
হাসিখুশি চিন্তামুক্ত মন।
দুঃখের কথা সুখের কথা বলে
সময় কাটিয়েছ যখন তখন।
বর্তমান জানে দুঃখ কাকে বলে?
এগিয়ে যেতে যেতে কখনো
চোখের জল ফেলে।
অতীত বলে--বুকে আছে মোর
সুখ দুঃখে ভরা ঘড়া
টোকা দিলেই ঝড়বে চোখের জল
এমনি নড়বড়া।
যখন মন হয় শান্ত , তখন ও
যোগায় বল।
আর নয় ভাবা এগিয়ে সম্মুখে চল।
বর্তমান ভাবে-- আমি একটি উঁচু
বৃক্ষ, নোয়াবো না শির।
অতীত বলে-- ওই উঁচুতে আছে
অহঙ্কারের বীজ।
এখনো সময় আছে তাড়াতাড়ি
সময় লাগাও কাজে
ওহে বর্তমান তোমার কি এসব
ভাবনা সাজে?
সামনে থাকুক বর্তমান, না হলে
ভবিষ্যৎ চলবে খুড়ে খুড়ে।
অতীত পিছনে থাক পড়ে।
কিন্তু বর্তমান করে ওকে
ডাকাডাকি,
অতীত চলে গিয়ে দিয়েছে ফাঁকি।

নীরব উঠান

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এরই মধ্যে আছে ধরণীর নানা
বিকাশ।
আছে চির নব নীলাভ আকাশ,
বসে আছি তরু তলে দোলে
বাতাস।

শীতের শিশির ভেজা কচি তৃনদল
যন্ত্রণা বুকে রহে নহে প্রাঞ্জল।
প্রজাপতি পাখা মেলে দূরে উড়ে
যায়,
ফুলে ফুলে মধু নিয়ে বাতাসে
মিলায়।
আকাশে মেঘের ভেলা,
শুধু করে খেলা খেলা
ফিরে আসে ছোট বেলা
কোন কথা বলার নয়,
চুপ করে বসে থাকা।

কবি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

ভোরবেলার স্বপ্নরা যদি সত্যিই
সত্যি হোত--
এতদিনে স্বপ্নের দেশে থাকতাম
শূন্যের ভিতর দিয়ে মহাশূন্যে
এবেলা ওবেলা পাড়ি জমাতাম,
তা যে হয় না তুইও ভালো করে
জানিস,
তবু কেন চোখ আর ঠোঁট মিলে
এ কোন মায়াবী রহস্য তুলে ধরিস।
আমি তো মগ্ন তোর সারা শরীর জুড়ে
বসন্তের বিলাপ খুঁজি এবং
বসন্ত দূত ডালে বসে উঁকি দেয়! কবিতার
জন্য অপেক্ষা আছে নিরন্তর
কবির জন্য নয়,
আসলে কবি বিপন্নতার সাথে
সহবাস করে,
বিপন্ন মানুষ তো প্রেমিক প্রেমিকা
কখনো হয়ে ওঠেনা!
শীর্ণ নদীর বুক চিরে বালি নুড়ি কাঁকড়
তুলে আকাশ ছোঁয়া ইমারত গড়ে উঠছে
নদীর মৃত্যু হচ্ছে বিপন্ন কবির মত
তবু,
কবি আশাবাদী মৃত নদীরা
প্রাণ ফিরে পাবে কোনো একদিন
কবি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে স্বপ্ন ফেরি করে!

নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন

সঞ্জীব শিকদার
(মুখপাত্র,সাংগঠনিক জেলা কমিটি, বিজেপি)

সকলকে শুভ বড়দিন এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। বছর শেষ হওয়ার মুখে আমি জানাতে চাই যে আবার আমাকে বিজেপি দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুন মন্ডল আমাকে জেলা কমিটিতে আবার নিয়ে এসে মুখপাত্র হিসাবে নিয়োগ করেছেন। বহু বছর আগে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলাম। আদর্শের জন্য বিজেপি দল করি। এতদিন দলের পদাধিকারে পদে না থাকলেও দলকে ভালোবেসেছি। আবারও দলের সব কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবো পুরোদমে। তার সঙ্গে সেবামূলক কাজতো রয়েছে। এই পত্রিকাতে যেহেতু রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার বিশেষ অবকাশ নেই। তাই অন্য ইতিবাচক কথাই বলতে চাই। আমাদের দিল্লিতে রয়েছে বিজেপি সরকার। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার অনেক উন্নয়ন কাজ করেছে এবং করে চলেছে। সেসব আমরা মানুষের কাছে মেলে ধরতে চাই। আর কিছু সামাজিক কাজও করতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসি। কারও মেয়ের বিয়ে না হলে তার পাশে থাকি। কখনো কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখলে সাধ্যমতো তার পাশে থাকি। নতুন বছরেও এই কাজটি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে চাই। এগুলো সবই ইতিবাচক কাজ। খবরের ঘন্টার সব পাঠককে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কিভাবে কম বাজেটে ছোট ছোট ফ্ল্যাট কিনতে পারেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অন্ন, বস্ত্রের সঙ্গে বাসস্থান বা আশ্রয় মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। দিনকে দিন জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষকে এদিক ওদিক ছুটতে হয়। জমি কমে যাওয়ায় জমির দামও বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে বর্তমান বাজারে নতুন জমি কিনে বাড়ি বানানো কষ্টকর বিষয় হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে কম বাজেটের মধ্যে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কিভাবে ছোট ছোট ফ্ল্যাট বা আশ্রয় পেতে পারেন তারজন্য উদ্যোগ নিয়েছেন শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়া নিবাসী বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও সমাজসেবী ভাস্কর বিশ্বাস। ভাস্করবাবু মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করে কিছু ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন এবং আসছে নতুন বছর ২০২৪ সালেও তিনি এরকম কিছু প্রয়াস নেওয়ার ভাবনায় রয়েছেন। ভাস্করবাবুর এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাচ্ছেন বহু সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। ১৯৮৮ সাল থেকে নির্মান শিল্পে ইঞ্জিনীয়ারিং এর সঙ্গে যুক্ত ভাস্করবাবু। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাদের এখন নির্মান শিল্পে বড় বার্তা একটিই তা হলো সবুজায়ন। প্রতিটি নির্মান যাতে সবুজায়নের প্রতিফলন ঘটে তার প্রস্তাব সর্বত্র দেওয়া শুরু করেছেন তিনি। ভাস্করবাবু বলেন, উন্নয়ন বা নির্মান যেমন প্রয়োজন তেমনই তার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে দরকার সবুজায়নের। নতুন বছরে সকলকে পরিবেশ সচেতন হয়ে প্লাস্টিক বেশি বেশি করে বর্জনের আবেদন জানান ভাস্করবাবু। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বহু স্থানে বিল্ডিং নির্মান করার সময় মাটি কাটতে গিয়ে তাঁরা দেখছেন, প্লাস্টিক বের হয়ে আসছে। প্লাস্টিক মাটিতে মেশে না। মাটির স্তরকে ভেঙে দেয় প্লাস্টিক। তাই এখনই মানুষকে সচেতন হওয়া জরুরি। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে মানুষকে সচেতন হতে হবে, নাহলে আগামী দিনে আরও বিপদ আসছে। তাছাড়া চারদিকে বৃক্ষরোপনের পরিবেশ নতুন বছরে আরও বেশি বেশি করে তৈরি হোক বলে ভাস্করবাবু জানান। নির্মান শিল্পের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে যুক্ত ভাস্করবাবু। তিনি ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির সাধারণ সম্পাদক। আনন্দময়ী কালিবাড়ির মাধ্যমে তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে সারা বছর ধরেই সামাজিক ও মানবিক কাজ করেন। তিনি লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গেও যুক্ত তাছাড়া শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার বিখ্যাত সুব্রত সংঘ ক্লাবেরও তিনি একজন কর্মকর্তা। সবমিলিয়ে সামাজিক, মানবিক এবং পরিবেশ ভাবনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে থাকায় বিভিন্ন মহলে তিনি অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য একটি নাম হয়ে উঠেছেন।

শিলিগুড়ির পাশেই এই গ্রামে চিকিৎসার নামে অন্যরকম এক নকশালবাড়ির বিপ্লব!!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহরে চিকিৎসার নাম টাকাপয়সা লুঠপাট করে নেওয়ার অভিযোগ যখন প্রায়ই উঠে থাকে তখন এই শিলিগুড়ি শহরের পাশেই নকশালবাড়ির একটি গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবাকে রোগীদের কাছে পৌছে দিতে ব্যতিক্রমী এক নজিরবিহীন কাজ চলছে। আপনারা সবাই জানেন যে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা থেকে সত্তরের দশকের নকশালবাড়ির আন্দোলনের কথা। আজ নকশালাবাড়ির সেই আন্দোলন না হলেও একটি গ্রামের মানুষের অপরাধপ্রবণতা বদলে দিয়ে তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে গোটা গ্রামকে এক অন্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার বিপ্লবাত্মক ভাবনার কাজ করা কিন্তু বিরাট বিষয়। আর সেই কাজটি নিঃশব্দে করে গিয়েছেন একজন চিকিৎসক। ১৯৯৬ সালে সেই চিকিৎসক শুরু করেন এক হাসপাতাল, আজ সেই চিকিৎসকের বয়স তেয়াত্তর বছর। এখনো তিনি গ্রামে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন যা অন্যান্য চিকিৎসকের কাছে একটি অনুসরন করার বিষয়। নকশালবাড়ি থেকে পানিঘাটা রোড ধরে দু কিলোমিটার এগোলেই দেখা যাবে লাল পুল গ্রাম। সেই গ্রামেই তৈরি হয়েছে হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল। আর সেই হাসপাতাল তৈরির নেপথ্যে রয়েছেন সেই তেয়াত্তর বছর বয়স্ক ব্যতিক্রমী চিকিৎসক ডাক্তার এস এস রায়। ১৯৯৬ সালের আগে লাল পুল ও তার আশপাশের গ্রামে চুরি, ডাকাতি ছিনতাই সব বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ লেগেই ছিলো। সেই গ্রামে প্রবেশ করাই অনেকের কাছে একটি ভয়ের বিষয় ছিলো। সেখানেই চিকিৎসার নামে মানুষের সেবাকে হাতিয়ার করে অপরাধপ্রবন মানুষগুলোকে ভালোবাসা দিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিয়ে ডাঃ এস এস রায় অসামান্য কাজে নেমেছিলেন। ডাক্তার এস এস রায়ের বয়স আজ ৭৩ বছর। এই বয়সেও তিনি হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান

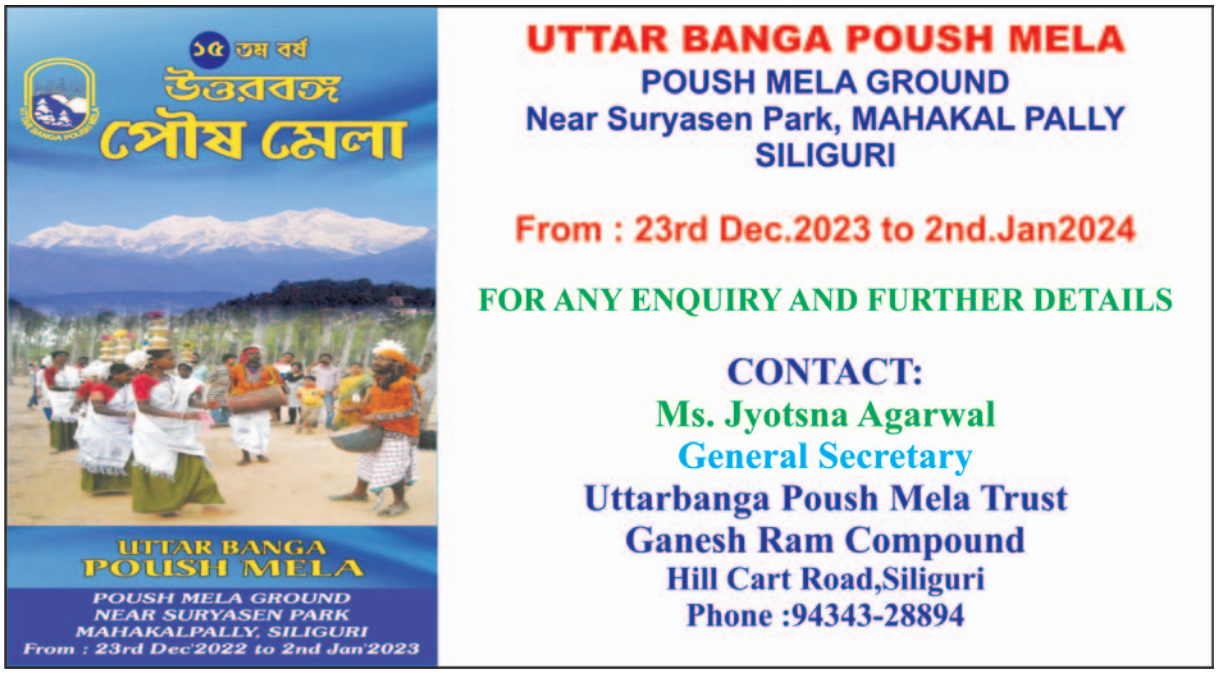

হাসপাতালে বিনা পয়সায় রোগী দেখেন যা অন্য চিকিৎসকের কাছে শিক্ষনীয় বিষয়। সেই হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল লালপুল সহ আশপাশের রকমজোত, স্কুলডাঙি, ঝাড়ুজোত, ফাকনাজোত এলাকায় মানুষের মনে বিরাট জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। সেই গ্রামের বাসিন্দারা কোনো রোগব্যাধি হলে ৫০ শতাংশ ছাড়ে চিকিৎসা করাতে পারেন হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে। তাছাড়া সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিনা পয়সায় সেই হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে রোগী দেখা হয়। গ্রামের কৃষক এবং চা বাগানের শ্রমিকরাও সেখানে উপকৃত হচ্ছেন। হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হসপিটালের বর্তমান চেয়ারম্যান জনি সম্পং জানালন, মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়েই চলছে তাদের এই হাসপাতাল। তার বাবা এই কাজে তাদেরকে আজও উদ্বুদ্ধ করেন। এই হাসপাতালে এখন আই সি ইউ থেকে নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট, জেনারেল সার্জারি,স্ত্রী রোগ চিকিৎসা, সাধারণ মেডিসিন, শিশু রোগের চিকিৎসা হয়।গল ব্লাডারস্টোন অপারেশনের খরচ মাত্র ২৬ হাজার টাকা, আর অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের খরচ মাত্র ২২ হাজার টাকা। আগামীতে এই হাসপাতালে নতুন ইউ এস জি মেশিন বসছে। তার সঙ্গে নতুন লেপারোস্কপিক পদ্ধতিতে অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বসছে নতুন মেশিন। তৈরি হচ্ছে নতুন অপারেশন থিয়েটার। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য আরো অনেক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যাতে গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষ সবসময় উপকার পান। এছাড়া নকশালবাড়ি ব্লক, খড়িবাড়ি ব্লক, মিরিক ব্লকে প্রতিমাসে দুটি করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে এই হাসপাতালের উদ্যোগে। সেসব শিবিরে বিনামূল্যে ওষুধপত্র দিয়ে সহযোগিতা করছে শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রির মেডিসিন সার্ভিস ইউনিট। হোলি প্যালেস থেকে অ্যাম্বুলেন্স , নার্স , চিকিৎসক দিয়ে ওই সব গ্রামের মানুষদের প্রতিনিয়ত সেবা করা হচ্ছে। ফলে গ্রামের মানুষরাও হাসপাতালকে বা সেখানকার চিকিৎসকদের ভগবান হিসেবে প্রণাম করতে ভুলছেন না। নতুন বছরে ২০২৪কে সামনে রেখে জনি সম্পং বলেন, আমরা চাই নতুন বছরে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সর্বোপরি শান্তির পরিবেশ তৈরি হোক যাতে গোটা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে ভারতবর্ষ।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

তুমি আমাদের পিতা

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী --বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা। পঁচিশে ডিসেম্বর যোসেফ ও মেরীর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করেন বেথেলহেমের এক আস্তাবলে। শিশুটি যেন ঈশ্বরের দূত। কি অপূর্ব তাঁর মহিমা। শিশুটির জন্মের পুর্বে তাঁর মা এক দৈববানী শুনেছিলেন, তোমার পুত্র পাপীদের উদ্ধার করবে। তার নাম রেখো যীশু। তাঁর এই জন্মলগ্নের শুভক্ষনে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গান,' ওই মহামানব আসে, দিকে দিকে/ রোমাঞ্চ লাগে মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।'

যীশুর জন্মের সময় রোমে প্রভাবশালী সম্রাট সীজারের সাম্রাজ্য চলছে। লোভী ধর্ম যাজকদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। তাদের অহেতুক চাহিদায় অনেকে সর্বস্বান্ত।

যীশুখ্রীষ্ট হলেন ঈশাবতার। ধর্ম, প্রেম ও ভালোবাসার প্রতীক। ভক্ত ও শিশুদের নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে বসে তিনি নানান গল্প বলতেন। যীশুর উপদেশ হল তোমরা অসৎ পথ পরিত্যাগ করো তাহলে ঈশ্বর তোমাদের সহায় হবেন। তিনি বলেন , আমি সত্য, আমিই আলো, আমিই পথ। আমার মাধ্যম ছাড়া কেউ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তিনি ছিলেন একজন মানব প্রেমিক। এমনকি যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে তখনও তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। সেই সময়েও মানব প্রেমিক যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, ঈশ্বর ওদের তুমি ক্ষমা করো। ওরা জানে না ওরা কি পাপ কাজে ব্রতী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শোক গাঁথায় বলেছেন,'' একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে রাজার দোহাই দিয়ে। '

করুনাময় যীশু সবারই মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করেছেন। তাঁর আলোয় বিশ্বমানব আলোকিত। তিনি সবার পিতা। গীর্জায় গীর্জায় যীশুর শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিকৃতি এখনও মানুষের মনে শক্তি সঞ্চার করে। তাঁর জন্মদিন পঁচিশে ডিসেম্বর পৃথিবীর সর্বত্র মহাসমারোহে পালিত হয়।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই চলছে এক চরম অস্থিরতা। বিশ্ব মানব জীবন সঙ্কটাপন্ন। তাই তারা শান্তি ফিরে পাওয়ার জন্য গির্জায় গির্জায় সকাতর প্রার্থনা জানায় প্রভু যীশুর কাছে। প্রভু যীশু যেন আবার সাধারণ মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট মোচন করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা,কহ কানে কানে শুনাও প্রানে প্রানে মঙ্গল বারতা।"

Happy Merry Christmass & Happy New year to all
Pro. KANAN SAHA
Vice Chairman
HAIDERPARA BYABSAYEE SAMITY
SILIGURI

BABA LOKENATH FISH
Haider Para, Siliguri
Mobile : 98324 13074

Happy Merry Christmass & Happy New year to all
RAJ LAXMI
SABJI BHANDAR

Haider para Bazar
Siliguri
PRO. SUMAN SAHA
Mobile : 9083096075

প্রশ্ন ?

উত্তম দত্ত
(ভারত নগর, শিলিগুড়ি)

পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে আদ্রিজা ঘোষ ছোট থেকে বেড়ে উঠেছে খুবই আদর যত্নে। তার জীবনের একটাই স্বপ্ন বাবার অফিস অর্থাৎ হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানিতে একজন আধিকারিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আদ্রিজার জন্ম আসামের জাগিরোডের পেপার মিলের নিজস্ব হাসপাতালে। ছোট থেকেই বেড়ে ওঠা কোয়ার্টারে। বর্তমানে সে আই আই টি চেন্নাইয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

বেশ কিছুদিন যাবত আদ্রিজা লক্ষ্য করছে, বাড়ি থেকে ফোন আসা কিছুটা কমে গেছে। এছাড়া এটাও খেয়াল করে প্রায় দুই মাস যাবত বাবার ফোন কল গেলে নায়ের বরাবর। একথাটা আদ্রিজা তার মা রমাদেবীকে বলার সময়, তার বলেন, 'তোর বাবা অফিসের কাজে খুবই ব্যস্ত।তুই এসব না ভেবে নিজের লেখাপড়ায় মন দে। তোকে মানুষের মতো মানুষ হতেই হবে। ”

মায়ের সাথে কথোপকথনের সময়ই আদ্রিজার মনে হতে থাকে, মা কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই তার বাবার কিছু একটা হয়েছে? বাইরে থাকার কারণে তাকে এসব কিছুর থেকে গোপন রাখতে চাইছেন। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে আদ্রিজা ফোন করে কলেজে তার সহপাঠী গৌহাটির অমরেশ সইকিয়াকে এবং তাকে নিজের মনের ভাবনার কথা প্রকাশ করে।

রাত তখন প্রায় দশটার সময় অমরেশ ও আদ্রিজা গৌহাটি বিমানবন্দরে অবতরন করে বাইরে আসতেই দেখতে পায়, অমরেশের বাবা গৌহাটির বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ হিমন্ত সইকিয়া গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। ধীরে ধীরে বিমানবন্দর ছেড়ে গাড়িটা এগিয়ে চলে গৌহাটির দিকে। এরপর গাড়িটা জি এস রোড ধরে এগিয়ে যায় জাগিরোডের দিকে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ গাড়িটা এসে থামে আদ্রিজাদের আবাসনের সামনে। গাড়ি থেকে আদ্রিজা প্রথমে নেমেই দৌড়ে এগিয়ে যায় নিজেদের কোয়ার্টারের দিকে------।

অমরেশকে সাথে নিয়ে ডাক্তারবাবু মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে নিজেদের গাড়ির পাশে। পাশের জঙ্গলের ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাইছে ডাক্তারবাবুর দিকে -----।

JESUS WAS BORN ONCE .BUT WE CELEBRATE HIS BIRTH ANNIVERSARY EVERY YEAR . THIS IS PARTLY TO REPEAT OUR EFFORT TO SEEK HIS PRESENCE AMONG THE POOR,THE DOWNTRODEN, THE WOUNDED,THE FORSAKEN AND MAKE A DIFFERENCE IN THEIR LIVES. LET US BRING GOOD NEWS OF LOVE,PEACE & HARMONY IN THE LIVES OF THE NEEDY. WISH YOU ALL A VERY HAPPY CHRISTMAS! BISHOP VINCENT AIND,CATHOLIC DIOCESE,BAGDOGRA

বড় দিনের উৎসব

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো। যে আনন্দ উদ্দীপনার সঙ্গে সবাই ২০২৩ সালকে বরন করেছিলো সেই একই সুরে বড় দিনের মহোৎসব পালনের পর আবার সবাই ২০২৪ সালকে বরন করবো। বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে চলছে বড় দিনের উৎসবের পালনের ব্যস্ততা। শীতের কুয়াশা ঘন দিনে প্রকৃতি যেন এই মহান উৎসবে সামিল হবার জন্য সেজে উঠেছে ডালিয়া, রজনীগন্ধা, অতশী গাদা প্রভৃতি মরশুমি ফুলের ডালি নিয়ে।

মহামানব যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনের উৎসবে বিশ্বের প্রতিটি শহরে বা গ্রামে সব ধর্ম-বর্ণ ও জাতের মানুষ উপস্থিত হন গির্জার প্রার্থনা সভায়।জগতের এই আনন্দযজ্ঞে শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও গির্জাগুলো আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। কত শত বৎসর আগে বেথেলহেমের এক ঘোড়ার আস্তাবলে জন্মগ্রহন করেছিলেন এক মহামানব। যিনি মানুষের সার্বিক মঙ্গল কামনায় তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই আজ পৃথিবীর সব দেশ একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর এই দেবশিশুর আবির্ভাবের তিথি। আজও এই দিনে নানান রঙের পোশাকে সুসজ্জিত কিশোর-কিশোরী, তরুনতরুনীরা মঙ্গলগীতের তালে ব্যান্ড বাজিয়ে সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রায় নগর পরিভ্রমন করে গির্জায়মিলিত হয় , তাদের আরাধ্য দেবতা যীশুর প্রার্থনা সভায়। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মানবকল্যানের বার্তা,'' আমার আনন্দ সকলের আনন্দ, আমার শুভ সকলের শুভ,আমি যাহা পাই তাহা সকলের সাথে মিলিত হয়ে উপভোগ করি। ”

২০২৪ সাল পরম করুনাময় যীশুর কৃপায় সবাই ভালো থাকুক, সবাই আনন্দে থাকুক।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
CA
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

স্টেথো দিয়েই নিয়ে আসা যায় বিপ্লব,প্রমান করেছেন এই চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সেই গ্রামে একসময় অপরাধমূলক কাজ প্রায়ই লেগে থাকতো। চুরি ডাকাতির সঙ্গে গ্রামের বহু মানুষ নেপাল সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবার করতেন। গ্রামে ছিলো না কোনো শিক্ষার আলো। অসুখবিসুখ হলে মানুষেরা চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ঝাড়ফুক তুকতাক করতেন আর মহিলাদের প্রসব হোত বাড়িতেই। ফলে কখনো মহিলা, কখনো নবজাতকের মৃত্যু পর্যন্ত হোত এই রকম এক গ্রামে সত্তর এবং আশির দশক থেকে রেনেসাঁ নিয়ে আসার কাজে নামেন একজন চিকিৎসক। চিকিৎসকরা যে সমাজের বিরাট বন্ধু তার ব্যতিক্রমী প্রয়াস নেন সেই চিকিৎসক। তিনি গ্রামের মানুষকে চোরা কারবার বা অপরাধ কাজ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজে নামেন। এরজন্য গ্রামে তিনি স্বনির্ভরতার জন্য কিছু হস্তশিল্পের কাজ শুরু করান। তৈরি করেন স্কুল। অসুখ বিসুখ হলে তুকতাক না করে তিনি সকলকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন আর শিক্ষা বিস্তার এবং কর্মসংস্থানের জন্য তিনি সেই গ্রামে স্কুল স্থাপন এবং হাসপাতাল তৈরি করেন। আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো , ধীরে ধীরে পাহাড় কোলের সেই গ্রামে আলো ফুটতে শুরু করে। চোরা কারবার বা অন্য অপরাধ ছেড়ে মানুষ স্বাভাবিক কাজে ফিরে আসতে থাকেন।কেউ কৃষি কাজ, কেও পশু পালন, কেউ চা বাগনের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।আর গোটা এলাকায় বৈপ্লবিক কাজ করেও বসে যাননি সেই চিকিৎসক। আজ ৭০ বছর বয়সেও সেই চিকিৎসক বিনা পয়সায় রোগী দেখেন নকশালবাড়ির হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে। গোটা চিকিৎসক সমাজে তিনি এক ব্যতিক্রমী উদাহরন। আর এত বড় কাজ করেও তিনি প্রচারের আলোয় আসতে চান না। নকশালবাড়ির লালপুল এলাকায় রয়েছে সেই হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল। তাঁর মতে,স্টেথো ধরেই একজন চিকিৎসক মানুষের শরীর শুধু ভালো রাখতে পারেন না, মানুষের মনও পরিবর্তন করতে পারেন। এখনো প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে বের হওয়ার সময় হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে পৌঁছে বিনা পয়সায় রোগী দেখেন এই চিকিৎসক। সেই ব্যতিক্রমী চিকিৎসক ডাঃ এস এস রাই বলেন, " যতদিন শরীরে প্রান থাকবে, মানুষের সেবা করে যাবো। " হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালটি পরিচালনা করার জন্য ডাক্তার রাই এখন তার পুত্র সন্তান জনি সম্পং এর হাতে অর্পন করেছেন। লালপুল সহ আশপাশের গ্রামগুলোতে বসবাসকারী মানুষেরা এখন বেশ উপকার পাচ্ছেন এই হোলি পালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল থেকে।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

চলুন না আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসি

প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা (লাকড়া)
নেতাজিনগর, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে সকলকে ইংরেজি নতুন বছর ২০২৪ সালের আগাম শুভেচ্ছা। ২৫ ডিসেম্বর আমরা বড় দিন পালন করলেও এই বড় দিন উৎসব এখন আর শুধু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই উৎসব সর্বসাধারনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । তা এখন সার্বজনীন রুপ নিয়েছে। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট সমগ্র জগতের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র সন্তান প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে জগতে পাঠিয়েছিলেন শান্তি ও প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই। আমরা কিভাবে ভালো থাকবে তারজন্য প্রভু যীশুখ্রিষ্ট নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন, তাদেরকে নিয়ে প্রভু যীশুখ্রিষ্ট পরম ঈশ্বরকে বলেছিলেন, 'হে পরম পিতা, তুমি এদেরকে ক্ষমা করো। এরা জানে না, এরা কি ভুল করছে।'

প্রভু যীশুখ্রিষ্ট আমাদের সকলের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার বন্ধন চেয়েছিলেন। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট চেয়েছিলেন, আমরা যাতে একে অপরকে ভালোবাসি। যীশুখ্রিষ্ট চেয়েছিলেন, আমাদের মধ্যে কোনো অশান্তি থাকবে না। আমাদের মধ্যে ক্ষমার ধর্ম বিরাজ করবে। আমরা একে অপরকে ভালোবাসলেই সুন্দর সমাজ ও সভ্যতা গঠন হবে। আমি যদি আজ একটা রুটি খাই, তবে একটি রুটি রেখে দেবো তাদের জন্য যারা অভুক্ত রয়েছে। আমি যেমন নিজে খাবো তেমনই একজন অভুক্ত মানুষের জন্যও আমি কিছু খাদ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো। তবে সুন্দর এক সভ্যতা তৈরি হবে।আর আমাদের মধ্যে চাই , মানহুঁশ। অর্থাৎ মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য এই মানবিক ধর্ম আমাদের মধ্যে ফুটে উঠুক। প্রভু যীশুখ্রিস্ট সবসময় সৎ ভাবনা, সৎপরিবেশ , সৎ সঙ্গ বা সৎ কর্মের দর্শন দিয়ে গিয়েছেন। সমগ্র জীবনটাই তিনি মানুষের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন। আসলে তিনি যে ঈশ্বর পুত্র। তাঁকে স্মরন করে তাঁর মাধ্যমেই আমরা পরম ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি।

সবশেষে সকলকে আবারও বড় দিনের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নতুন বছর সকলের কাছে শুভ হয়ে উঠুক।

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা
Mobile : 9434151873
Pradip Ghosh (Manta)
প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

২৫শে ডিসেম্বর শান্তির জন্য ওড়ানো হবে পায়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিন। তার আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি চলে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরাম থেকে এক মাস আগে থেকে প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূলত ২রা ডিসেম্বর থেকে এই প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে শিলিগুড়ি এনজেপির মাইকেল মধুসুধন কলোনিতে প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরামের স্থানীয় সহ সভাপতি কৌস্তভ দত্ত জানিয়েছেন, ক্যারল বা প্রার্থনা সঙ্গীতের সঙ্গে প্রভু যীশুর দর্শন নিয়ে আলোচনা হয় সেই সব প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠানগুলোতে। সেই সব অনুষ্ঠানে বাইবেল থেকে পাঠ করা হয়।

কৌস্তভবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রোজলি দত্ত জানিয়েছেন, তাঁরা সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া কাওয়াখালিতে রয়েছে তাদের প্রার্থনা ভবন,হাউস অফ প্রেয়ার। রক্ত দান শিবির থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ওষুধ বিতরন, দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি তাঁরা সারা বছর ধরে চালিয়ে থাকেন। তবে বড় দিনের আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন ক্যারল সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ২রা ডিসেম্বর এনজেপি মধুসূধন কলোনিতে যে ক্যারল প্রার্থনা সঙ্গীত বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় তা ধারাবাহিকভাবে চলে। আঠারখাই শিবমন্দির, শালবাড়িতে প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠানগুলো হয়। ২৫শে ডিসেম্বর মাটিগাড়ার সিটি সেন্টারে বড় করে বড় দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর সকালে শিলিগুড়ি হাসমি চকে প্রভাতি প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে দেশ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা সঙ্গীত হবে বলে কৌস্তভ দত্ত জানিয়েছেন। সেই সময় দেশ ও সমাজের শান্তি কামনায় পায়রা ওড়ানো হবে। সেই সময় বাইবেলও পাঠ হবে। আজকের পৃথিবীতে যখন বিভিন্ন স্থানে শান্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন বাইবেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে কৌস্তভবাবু জানান।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় ১০)

‘ বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়।’ মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়েগী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড সুপ্ত হো যায়গা।”কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারজ বলেছিলেন।----মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো।

(গত সংখ্যার পর)

ওনার ছোট মেয়ে আমার থেকে ছবছরের ছোট ছিলো নাম বুনানী, ছোট করে সবাই বুনি বলতো।ফুটফুটে চেহারা-- যে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে। সে ছিলো আমার খেলার সাথী, দুজনের কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। বাড়ির বড়রা আমাদের এই পরস্পরকে না ছেড়ে থাকার বিষয়টিতে খুব মজা পেতো। একদিন দুই সখী অর্থাৎ আমার ও বুনির মা দুজনে ঠিক করেছিল যদি ওদের এই ভালবাসাটি বড় হয়েও থাকে তাহলে ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। দুটি পরিবারই খুব উদার মনের ছিলো। একদিন সন্ধ্যায় আমি বুনিকে বোললাম তুই দাঁড়া।

আমি খেলার জিনিসগুলো গুটিয়ে নিচ্ছিলাম,বুনি একটু দূরে মাঠের ধারে অপেক্ষা করছিলো। এমন সময় একটি লোক বুনিকে বললো, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন তুই বাড়ি চলে যা তোর দাদা খেলার জিনিসগুলো নিয়ে পরে চলে যাবে। বুনি হঠাৎ করে রেগে গেল, বললো আমরা দুজনে এক সাথে বাড়ি ফিরি আর ও আমার দাদা নয় , ও আমার বর। লোকটি এক গাল হেসে চলে গেলো। পরে বুনিকে

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trust সংস্থা আপনার

সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা প্রভুর এই কথা পূর্ণ হয়,-" দেখ, সেই কুমারী গর্ভবতী হবে এবং একটি ছেলের জন্ম দেবে, আর তাঁর নাম রাখা যাবে ইম্মানুয়েল অনুবাদ করলে এর অর্থ, আমাদের সাথে ঈশ্বর।"ঃ পবিত্র বাইবেল

আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করুন--খবরের ঘন্টা পত্রিকার পাঠকদের জন্য সেই প্রার্থনা প্রভু যীশুর চরনে জানাই-------

শুভ বড় দিন এবং নতুন বছরের প্রীতি শুভেচ্ছা গ্রহন করবেন

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী

এবং পরিবার

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

জিজ্ঞেস করলাম তুই আমাকে তোর বর বললি যে? তুইতো আমার বর আমি তোর বউ , আমাদের বাড়িতে সবাই জানে ফুল কাকিমাও (আমার মাকে ফুল কাকিমা বলতো) জানে। কেন তুই জানিস না? নারে ঠিক বুঝতে পারি নি, আমরা দুজনে যে বর-বউ, তবে তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। আচ্ছা আমরা যে বর-বউ এটা তুই কি করে জানলি? আমরা বাড়িতে বসে একদিন পুতুল নিয়ে ঘর সাজাচ্ছিলাম তখন আমার মায়ের এক বন্ধু ছিলো উনি বলছিলো-- ওদের কিন্তু দেখে একদম বর বউ মনে হচ্ছে, আরো অনেক কথা বলেছিল , আমি বুঝি নি।

এইভাবেই চলছিলো, আমি কৈশোরের দোরগোড়ায় । বুনি ওর ম্যাচিওরিটির জোরে আমার অনেক আগেই কৈশোরে প্রবেশ করেছিল।যত বড় হচ্ছিল তত ওর চেহারা সুন্দর হচ্ছিল। কিন্তু খুব ধীর স্থির। তখনকার আমার চরিত্রের ঠিক বিপরীত।

প্রতিদিনের মতো একদিন আমি বিকেলে খেলতে বের হচ্ছি মা ডাকলেন, মা চেয়ারে বসেছিল। আমার একটা স্বভাব ছিলো যখন তখন মাকে জড়িয়ে ধরতাম বিশেষ করে মায়ের কোলে মাথা পেতে শুয়ে থাকতাম। এই কথাগুলো বলার সময় অভীর গলা ধরে আসলো। দেখলাম, ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, দুচোখ ভরা জল। আমি ওর পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ধরতেই ওর বাঁধ ভাঙ্গা চোখের জল কান্না হয়ে বেরিয়ে আসলো। আমি কোনো কথা না বলে শুধু ওকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। কিছুক্ষন পর আবার শুরু করতে চাইলে আমি বাধা দিলাম এখন থাক না। (ক্রমশ)

HAPPY MERRY CHRISTMASS

&

HAPPY NEW YEAR TO ALL

BETHEL ENGLISH SCHOOL

M.M.TERAI
P.O. PANIGHATA,DISTT. DARJEELING
W.B--734423
E MAIL : jocintabethel2000@gmail.com
Principle : Rev Jocinta K.D
Mobile : 9547508180

বিয়ের কেনাকাটাও জমে উঠেছে এই বুটিকে, নতুন বছরেও থাকছে অনেক চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিয়ের মরশুম ছিল অঘ্রহায়ন মাস জুড়ে। বিয়ের মরশুমেও ইউনিক সব শাড়ির কালেকশন নিয়ে বিয়ের বাজার মাত করে দেয় শিলিগুড়ি লেক টাউন শ্রী মা সরনির স্বর্ণালি বুটিক। সম্প্রতি দুর্গা পুজো এবং কালী পুজো শেষ হয়েছে। পুজোর সাজে নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলতে স্বর্ণালি বুটিকের শাড়ি কিনতে অনেকেই ভিড় জমিয়েছেন লেকটাউনের সানরাইজ ক্লাব লাগোয়া শ্রীমা সরনিতে। এবার বিয়ের মরশুমে কনের শাড়ি থেকে উপহার দেওয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর সব শাড়ি নিয়ে কিন্তু সকলের মন কেড়েছে স্বর্ণালি বুটিক। এই বুটিকের প্রধান কর্ণধার লাভলি দেব সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নতুন বছরেও তাদের সুন্দর সুন্দর সব শাড়ির চমক থাকছে। তার সঙ্গে কেনাকাটার ওপর নানারকম গিফটতো থাকছেই।

সবসময়ই নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে এবং সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেন লাভলিদেবী। তাঁর স্বর্ণালি বুটিক থেকে ইউনিক শাড়ির সব কালেকশন সংগ্রহ করতে শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভিন রাজ্য থেকেও অনেকেই অন লাইনে শাড়ি বুক করছেন। সেখান থেকে শাড়ি কেনার অভিজ্ঞতা সকলেরই ভালো। কিন্তু নতুন বছরে নতুন নতুন সব চমক নিয়ে যে তিনি তৈরি হচ্ছেন তা এখনই প্রকাশ্যে বলতে রাজি নন লাভলিদেবী। তিনি বলেন, নতুন বছর আসুক, সবাই দেখতে থাকুন। নজর রাখুন স্বর্ণালি বুটিকের প্রতি।

সকলকে বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা

আমাদের কাছে ডিজাইনার কুর্তি,পার্টি ওয়্যার কুর্তি, রেগুলার ওয়্যার
শাড়ির সব ধরনের কালেকশন রয়েছে।
ডি এস জুয়েলারি, অক্সিডাইজড জুয়েলারি, অরিফ্লেমের পণ্য সব কিছুই পাওয়া যায়

We have all kinds of collection of designer
kurti,party wear kurti,regular wear ,saree
DS Jewellery,Oxidized Jewellery,Oriflame products----all available

AARUSHI'S COLLECTION

TARASANKAR ROAD
DESHBANDHU PARA
MOBILE--7908431704

মানুষ তাঁদের জন্য নয়, তাঁরাই মানুষের জন্য

নির্মলেন্দু দাস
(বিজ্ঞানী ও কবি, শরৎ পল্লী , হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মহামানবের জন্ম কদাচিৎ হয়ে থাকে। কে কবে কখন কোন সময়ে এই ধরণীতে অবতীর্ণ হবেন, আগে থেকে সঠিক করে তা বলা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২৮ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণ বর্ণ বা কালো। কালো মানে আলোর বিপরীত রুপ, অন্ধকার। বিজ্ঞানীদের মতে এই মহাবিশ্ব প্রায় ছয় ভাগ আলো আর ৯৪ ভাগ কালো দ্বারা প্রভাবিত বা নির্মিত। এমন একটি প্রসঙ্গ সম্মুখে আসাতে ধর্মীয় মতে একথা বলতে হয়---

প্রশ্ন ঃ এই পৃথিবী সৃষ্টির পুর্বে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ এই একটি পৃথিবী নয়, অনন্ত কোটি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা ব্রহ্মাকে বলছেন--

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎ/সদসৎ পরম।/ পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত/সোহস্ম্যহম।।

"হে ব্রহ্মা! সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকব।"(শ্রীমদ্ভাগবত ২/৯/৩৩)---এর অর্থ এই মহাবিশ্বময় কালো শক্তির প্রভাব থেকে আলোর বা জগতের উৎপত্তি রহস্য মানুষের কাছে আজ পর্যন্ত অজানা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকে এই পৃথিবীর প্রথম সক্রিয়, জ্ঞানী , মনুষ্যদিগনের উন্নতি পূর্বক মহাপুরুষ ধরে নেওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কার্যক্রম যাই থাকুক না কেন, ওনার মুখোসৃত বানী গীতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যাকে হৃদয়গম করা বেশ কঠিন। জীবের সেবার জন্য যাবতীয় যা কিছু করনীয়, সব এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

সেই ৫০০০ বছর আগের সুখ বাক্য মানুষের মধ্য থেকে মনে হয় কর্পূরের মতো উড়ে যাবার জন্য পরবর্তী ২৫০০ বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধ শব্দের অর্থ যিনি পরম শাশ্বত বোধ বা জ্ঞান লাভ করেছেন। জ্ঞান লাভের পরিমন্ডল এই বিশ্বকে চোখের দেখায় দেখলে বা অনুভব করলেও সেই জ্ঞান সংগ্রহের শেষ ঠিকানাকে জানা যায় না। বুদ্ধদেবের বাণীর মূলে ছিল সেই প্রেম বা ভালোবাসার আলোয় এসে মানুষে মানুষে সুস্থ মেলবন্ধন তৈরি করা।

কিন্তু আজ পৃথিবীতে চলছে বিপরীত ঢেউ, যুদ্ধের ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ বাতাস। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধলে মানুষ জীব জগত ধ্বংস হবার উপক্রম হবে। একথা জেনেও বিভিন্ন দেশের কর্তাগণ আক্রমনাত্মক মনোভাবকে দমন করতে পারছেন না। এমন হলে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চাইতে প্রচন্ড ভয়ংকর। কারণ এর মূলে থাকবে পরমানু শক্তি।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয় বুদ্ধদেবের প্রায় ৫০০ শত বছর পরে। যীশু শব্দের অর্থ উদ্ধার। হাজার হাজার কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের বৃত্তের আবর্তে পৃথিবী এমন এক গ্রহ যেখানে বিভিন্ন জীবের আবির্ভাবে তাদের গঠন, খাদ্যাভাস, চরিত্রগত কারনের জন্য ভেদাভেদ, কলহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করে মানুষ নামক উন্নত বুদ্ধির জীবের মধ্যে হিংসা, লোভ, অহংকার, বিদ্বেষ, কাম লালসা ইত্যাদির প্রভাব অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবার কারনে আজ ধরিত্রীর গাত্রবর্ণ ফ্যাকাশে রুপ ধারণ করেছে। এসব থেকে মনে হয় উদ্ধার করবার

জন্য যীশুর জন্ম হয়েছিল। আজকের দিনে মানুষের অধর্ম-তান্ডব বোকামিকে ঠেকাতে মহামানবদের আচার, বানী অনুসরন করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে যীশু যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাকে কি কোন সভ্য দেশের আচরন বলা যায়? আজকাল অ-ভাবিত কান্ডগুলো মানুষকে ক্রমাগত পীড়া দিচ্ছে। অসহায় মানুষের মনে ক্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণা দাগা দিয়ে চলছে। কিভাবে কোন আলোয় এলে এমন যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে? বোধ হয় অন্ধকার গৃহে মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার বিতারিত করবার উপায় খোঁজাকে মানুষ তার নিজের অজান্তে ২৫শে ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে শান্তির চেষ্টা করে থাকেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যীশুকে স্মরন করে তার মূল্যায়নের মূল্যকে কে কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছেন তা আমার জানা নেই। এভাবে এগিয়ে চলছে প্রতিটি দিন। ফেলে আসা মহামারী-সম যন্ত্রণা নিয়ে প্রবেশ করা নতুন বর্ষে। প্রতিটি মাসেই আসে কোন না কোন স্মরনীয় তারিখ। আমরা মনে করবার অছিলায় তাকে কখনো স্মরন করি, ভুলে যাই। অভাবনীয় নোংরা কর্মে যুক্ত হয়ে কেউ কাউকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করায়। সমাজের অর্থ পাল্টায়, চারিদিকে রি রি ঘেন্না ভরা কথা ছড়াতে থাকে। এসব নিয়ে এক একটা তারিখ ১,২,৩--করে মাস পেরিয়ে যায়, পুরনো হয় ওরা। আবার আসে। এর মধ্যে মহামানবেরা অনেক বার পূজিত হন এইখানে। অথচ ওই পর্যন্ত। বোধ এবং জ্ঞান নদীর ঢেউয়ের মতো একবার উঁচু একবার ঢালুতে গড়ানি খেয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলছে। জমছে অ-বোধের পলি, জ্ঞান-বোধ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক কারন অনুসন্ধানের মানুষেরা বলছেন, পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, বায়ুমন্ডল ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। অরন্য বিলুপ্ত হচ্ছে বসতি এবং রাস্তাঘাট তৈরির কারনে। মহামানবগণ এমন ভাবাদর্শে ভাবিত ছিলেন কিনা বলতে পারছি না। কিন্তু সার্বিকভাবে ওঁরাই পৃথিবীর পরিবেশকে শান্ত ও সুস্থ রাখার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে নানা কথার বিনিময়ে মানুষকে নম্র, ভদ্র, বিনয়ী হয়ে সংসারকে প্রেমময় করে তুলতে। নানা ভাবে ভঙ্গুর হচ্ছে পৃথিবী। মহামানবেরা এইসব কারণকে সঠিক পথে আনতে পারছেন না মানুষদের। সঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, মানুষ তাঁদের জন্য নয়, তাঁরাই মানুষের জন্য।

কুডোতে দারুনভাবে সফল শিলিগুড়ির ছোট্ট শিশু কন্যা আরুষি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাত্র আট বছর পার করেছে আরুষি প্রামানিক। ফুলবাড়ি ডি পি এসে ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু এই বয়সেই ও কুডোতে তার প্রতিভা সুন্দরভাবে মেলে ধরছে। গুজরাটের সুরাটে কুডো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে সোনা, রুপা এবং ব্রোঞ্জ জিতে সকলের নজর কাড়তে শুরু করেছে ছোট্ট শিশু আরুষি। গত ২১ থেকে ২৯ নভেম্বর গুজরাটে সেই কুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা তাতে অংশ নেয়। ৩৮টি রাজ্য থেকে চার হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী অংশ নেয়। সকলকে চমকে দিয়ে অক্ষয় কুমার ইন্টারন্যাশনাল কুডোতে আরুষি সোনার পদক জিতে নেয়। এছাড়া চতুর্থ কুডো ফেডারেশনের প্রতিযোগিতায় রুপা এবং জাতীয় কুডোতে ব্রোঞ্জ জিতেছে আরুষি। ফলে এখন খুশি আরুষির বাবা গৌতম প্রামানিক এবং মা সুনীতা প্রামানিক। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় বাড়ি আরুষিদের। জাতীয় স্তরে ওর এই সাফল্যে গর্বিত আশপাশের লোকজন। অনেকেই আরুষিকে পুস্প স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আগামী দিনে ওর জন্য আরও সাফল্য কামনা করেন সকলে। আরুষির বাবা গৌতম প্রামানিক এবং মা সুনীতা প্রামাানিক বলেন, সাত বছর বয়সে আরুষির জন্মদিনে তাঁরা আরুষিকে কুডো খেলার জন্য ভর্তি করে দেন প্রশিক্ষক সহদেব বর্মনের তত্বাবধানে। মূলত আত্মরক্ষার কৌশল শিখে ভবিষ্যতে আরুষি যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সেই দিকেও লক্ষ্য ছিলো বাবা মায়ের। পড়াশোনার পাশাপাশি কুডো ছাড়া ছবি আঁকতে ভালোবাসে আরুষি, তাছাড়া ও গিটার বাজাতে পছন্দ করে। বলিউড সিনেমার নাচও শিখছে আরুষি। সবমিলিয়ে এই বয়সেই বিভিন্ন প্রতিভা ওর মধ্যে ফুটে উঠেছে। আরুষি ওর মতো মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলে, মেয়েরা সবাই কুডো শিখুক। কুডো শিখলে শরীর থাকবে আর হঠাৎ বিপদ হলে তার থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যাবে। কুডোতে ভালো পারদর্শিতা দেখতে পারলে আজকাল অনেক সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে। পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ কমাতেও কুডো, নৃত্য , মিউজিক এবং অঙ্কন তাকে বেশ সহায়তা করে বলে আরুষি জানায়।

নতুন বছরে আরও এগিয়ে যাক খবরের ঘন্টা

সুজিত ঘোষ

(বাপি, সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ বড় দিন এবং নতুন বছর ২০২৪ সালের আগাম শুভেচ্ছা । একটা বছর অতিক্রম করে আমরা আর একটি নতুন বছরে পা দিতে চলেছি। বিগত বছরে আমাদের যা কিছু খারাপ হয়েছে তা সংশোধন করে নতুন বছরটা আরও ভালো হবে এই কামনা করি। আমিও শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া এলাকায় ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে আরও বেশি বেশি করে মনোনিবেশ করবো। তার সঙ্গে আমার সামাজিক সেবামূলক কাজ অব্যাহত থাকবে। মাঝেমধ্যেই পুজোপাঠের মাধ্যমে আমার বাড়িতে সেবামূলক কাজ হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। কম্বল দান বা বস্ত্র দান ইত্যাদি কর্মসূচি চালিয়ে যেতে ভালোবাসি। বিভিন্ন মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষদের মাঝেমধ্যে পেট ভরে খাওয়াতে ভালোবাসি। নতুন বছরেও সেই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

আমি চাই নতুন বছরে খবরের ঘন্টা সংবাদ মাধ্যমও এগিয়ে যাক। ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে কাজ করে থাকে এই সংবাদমাধ্যম। ভালো ভালো সব সংবাদ এই সংবাদ মাধ্যমে পাওয়া যায়। এটা খুব ভালো হোক। খবরের ঘন্টা সহ সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ব্যবসার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা চলবে

নির্মল কুমার পাল

(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। রুটিরুজির জন্য ব্যবসা করি আমি। কিন্তু ব্যবসার বাইরেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ করতে ভালোবাসি। আমার প্রয়াত স্ত্রী কবিতা পাল আমাকে সামাজিক কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। সারা বছর ধরেই কিছু না কিছু কাজ করি। দুঃস্থ অসহায়দের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্যোগ নিই। বহু গরিব মানুষ রয়েছেন যাদের শরীরে অনেক রোগ আছে। কিন্তু তারা টাকার অভাবে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখাতে পারেন না। ডাক্তারের চেম্বারে গেলেই পাঁচশ টাকা ভিজিট কমপক্ষে। সেই সব রোগীদের বিনামূল্যে ডাক্তার দেখিয়ে বিনামূল্যে ওষুধ বিলি করাতে পারলে মন ভালো লাগে। তার পাশাপাশি রক্ত দান শিবির। মুমূর্ষ অনেক মানুষের প্রান বাঁচানো যায় রক্তের মাধ্যমে। এছাড়া চোখের ছানি অপারেশনের শিবির করি। অনেক গরিব মানুষ চোখে ছানি পড়লেও পয়সার অভাবে অপারেশন করাতে পারেন না। চোখে একটা চশমার দরকার হলে অনেক গরিব মানুষ তা কিনতে পারেন না। এই সব মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে আনন্দ অনুভূতি হয়। লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে যৌথভাবে ছানি অপারেশনের কাজ হয়। অভাবের সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু শরীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। একটা সময় আসে শরীরে অনেক রোগ দেখা দেয়। সেই সময় তাদের একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে শরীর খারাপ হয়ে যায় আরও। শুধু ব্যবসা করলেই হবে না, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজও করতে হবে। তাই সকলের কাছে আবেদন সবাই এগিয়ে আসুন সামাজিক কাজ। সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে পৃথিবী থেকে। তাই আর বসে না থেকে মানবিক কাজে এগিয়ে আসুন।২৬শে জানুয়ারি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের অনুষ্ঠান হয় দেশ প্রেমের ওপর। স্থানীয় ছোট ছোট সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিভাকে সেই অনুষ্ঠানে মঞ্চ করে দেওয়া হয়। আমরা চাই সেই সব নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিভারা এগিয়ে যাক। দুর্গা পুজোর সময়ও আমরা স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে মন্ডপ তৈরির কাজ করি। যাতে স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহিত করা যায়।

দুর্গা পুজো যেমন সার্বজনীন তেমনই বড় দিন এখন সকলের। সব বাড়িতে আজকাল শিশুরা ইংরেজি মিশনারি স্কুলে পড়ে। তারা বড় দিনে সান্তাক্লজ সেজে কেক কেটে আনন্দ করে। বড় দিনের আমরা ভ্রমনে যাই। সকলকে আমার বড় দিনের শুভেচ্ছা। বড় দিনের পরপরই আসছে নতুন বছর। পুরনো বছরে কি কি খারাপ হলো, তা সংশোধন করে নতুন বছরে নতুন উদ্দীপনায় আমরা কাজে নামি। সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

বড় দিন এখন সার্বজনীন, ক্যারলের সঙ্গে সেবামূলক কাজ অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ বড় দিনকে সামনে রেখে একদিকে প্রভু যীশুর জীবন দর্শন নিয়ে তাঁরা যেমন আলোচনা করছেন তেমনই বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সমাজের অনগ্রসর গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা এখন ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী এই খবর জানিয়েছেন। চিরঞ্জীববাবু বলেছেন, তিনি প্রভু যীশুর অনুগামী বা প্রভু যীশুর নির্দেশিত পথ অনুসরন করেন। বড় দিন আসলে উপহার দেওয়ার দিন। কারন ঈশ্বর তার নিজ পুত্রকে এই দিনেই জগৎবাসীর জন্য উপহারস্বরুপ পাঠিয়েছিলেন। কাজেই বড় দিন হলো নেওয়ার দিন নয়, দেওয়ার দিন। এবছর তাঁরা ইতিমধ্যে বড় দীঘি চা বাগানের দুঃস্থ শ্রমিকদের মধ্যে কম্বল বিতরন করেছেন। কম্বল বিতরন করা হয়েছে ফাটাপুকুরের কাছে একটি অনগ্রসর এলাকাতেও। তালমাহাট, নাগরাকাটা লাগোয়া এলাকাতেও কোথও কম্বল বিতরন, কোথাও স্বাস্থ্য শিবির বসিয়েছেন তারা।

চিরঞ্জীববাবু আরও জানিয়েছেন, বড় দিনকে সামনে রেখে তাঁরা খ্রিষ্টীয় গান, নাটক, বাইবেলের সুসমাচার পাঠের অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। ডামডিম চা বাগান থেকে শুরু করে কমলা চা বাগানে তাদের প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ক্যারল সঙ্গীত। শিলিগুড়ি চার্চ রোডে সি এন আই চার্চের সদস্য তাঁরা। সেই চার্চের তরফে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রিসমাস ক্যারল তাদের চলবে। ছোট শিশুদের তাঁরা সামান্য উপহার তুলে দেবেন। বড় দিনের আগ মুহূর্তে চার্চে বিশেষ সঙ্গীত,নৃত্য অনুষ্ঠান হবে। কেউ সান্তাক্লজ সেজে উপহার দেবেন।

২৫ ডিসেম্বর সকাল এগারটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত তাদের আরাধনা শুরু হবে। তারপর প্রেম ভোজ রয়েছে। এখন বড় দিন সার্বজনীন। বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ এখন বড় দিনের অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। আসলে ভারতবর্ষে সব ধর্ম, সব জাতির মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এটাই আমাদের মূল সুর। এখন এই উৎসব ঘিরে কোনো ভেদাভেদ নেই , একটি পজিটিভ ভাইব বা ইতিবাচক তরঙ্গ কাজ করে। ঈশ্বরের প্রেম মানুষের রুপ ধরে গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য ছড়িয়ে দিতে এসেছিলেন যীশু খ্রিষ্ট। যীশু খ্রিষ্টের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, মানুষকে পাপের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ যাতে পাপ থেকে উদ্ধার পায়, মানুষ যাতে অনন্ত জীবনের পথে চলে তেমনটিই চেয়েছিলেন যীশুখ্রিষ্ট। যীশুখ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে আলোর জ্যোতি নিয়ে এসেছিলেন। যীশুখ্রিষ্ট তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, আমিই হলাম আলো, আমিই জ্যোতি। তোমরা আমার সঙ্গে থাকো। সব অন্ধকার দূরে সরে যাবে।

নতুন বছর আমাদের সকলের জীবনে নতুন রুপ নিয়ে আসুক। আমাদের সকলের হৃদয় হয়ে উঠুক শ্বেতশুভ্র।

হাত বাড়ালেই নীল পাহাড়ের দ্যাশে যা, বড় দিনের অন্যরকম পরিবেশ এই চার্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সামনে হাত বাড়ালেই যেন নীল পাহাড়ের দ্যাশে যা! নীচে সমতল থেকে সেই নীল পাহাড়ের দিতে তাকালেই দেখা যায় -- পানিঘাটা, দুধিয়া, তারপাশে মিরিক।নিচে জঙ্গল চা বাগান ঘেরা তরাইয়ের এম এম তরাই। একসময় সেখানে ছিলো পুরো অন্ধকার, শিক্ষার কোনো পরিবেশ ছিলো না। চারপাশে হাতি, বানর আর বন্য জন্তুদের ভয়। তারমধ্যেই শিক্ষা বিস্তারের এক সাহসী

পদক্ষেপ নেন একজন মহিলা। সাহস করে সেই এলাকায় তিনি তাঁর শিশু কন্যাদের নিয়ে আস্তানা তৈরি করেন। শিলিগুড়ি মহকুমার প্রত্যন্ত সেই পাহাড় কোলে শিক্ষা বিস্তারের কাজকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এক নজির তৈরি করেন। স্থাপন করেন বেথেল ইংলিশ স্কুল। তার সঙ্গে তিনি গির্জা তৈরি করে প্রভু যীশুর নাম নিয়ে সেবামূলক কাজে নেমে পড়েন চা বাগানের অনগ্রসরদের মধ্যে। আজ সেখানে জনবসতি বেড়েছে। সেই হাত বানরের তেমন উৎপাত নেই। তবে আশেপাশের চা বাগানে এখনো অশিক্ষা এবং নেশার পরিবেশ

রয়েছে। আর সেই সব চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের নেশার পরিবেশ থেকে বের করে কোট প্যান্ট টাই পড়িয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ভিন্ন ধর্মী কাজে নেমেছেন। সেই যাজক বা পাস্টার জোসিন্টা কমলার সঙ্গে তাঁর কন্যা অভিনীতা দাস, অভিলাসা দাস, অনামিকা দাস, আনন্দিতা দাস সবাই মিলে সেই স্কুলে পড়াশোনার তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। সামনে বড় দিন। বড় দিনের আগে সেখানে ক্যারল সঙ্গীত এবং নৃত্যের পরিবেশ চলে। পরিবেশ সেখানে যেন হয়ে ওঠে সৃজন থেকে আরও সৃজনময়। অভিনীতা, অভিলাসা, অনামিকা, আনন্দিতা সবাই মিলে গলা মিলিয়ে চলেন বড় দিনের প্রার্থনা সঙ্গীতে। পাস্টার জোসিন্টা কমলা জানালেন, এলাকার পরিবেশ সুন্দর থেকে সুন্দরতম করার জন্য তাদের ধারাবাহিক প্রয়াস নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে। বড় দিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সকলকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে তাঁরা বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাদের স্কুলের নাম বেথেল ইংলিশ স্কুল।

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বদলে দিতে মেলার মাধ্যমে নজিরবিহীন কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির প্রান হলো মহানন্দা নদী। আর সেই নদী বাঁচাতে শহরের বুকে একটি মেলা হয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। এবারে সেই মেলার ১৫তম বর্ষ। মেলার মাধ্যমে নদী বাঁচানোর বার্তা এবং নদীর চর দখল করার অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর ধারেই সূর্যসেন পার্কের পাশে সেই মেলা, যা সকলের কাছে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা নামে পরিচিত, সেই মেলা এবারও শুরু হতে চলেছে। ২২শে ডিসেম্বর শুরু এবারের পৌষ মেলা। আর সেই মেলা চলবে ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না আগরওয়ালা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের আহ্বায়ক দেবাশীষ ঘোষ জানিয়েছেন, মেলার মাধ্যমে একদিকে নদী ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার কর্মকান্ড চলে। উত্তরবঙ্গের মাটির গান ভাওয়াইয়া থেকে শুরু করে বাউল সহ অন্য লোক সঙ্গীত এবং লোক নৃত্য মেলায় থাকছে। বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পী এবং নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে এই মেলাকে ঘিরে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। তবে ছুটির দিনগুলোতে দুপুর আড়াইটা থেকেরাত দশটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। মেলায় পিঠেপুলি থেকে শুরু করে নানান খাবারের স্টল, নাগরদোল্লা, শিশুদের বিনোদনের নানান খেলার বিষয় এবারও থাকছে। এখন মেলার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে। এই মেলা শুধু নদী বা পরিবেশ বাঁচানোর বার্তাই দেয় না, মেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ চলে যা এক নজিরবিহীন ঘটনা।মেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে দুঃস্থ ও মেধাবীদের বই কিনে দেওয়া ছাড়াও আর্ত অসহায় অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করা হয়। এককথায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে এই মেলা যেন এক বৈপ্লবিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য বছরের মতো এবারও এই মেলায় সকলের অংশগ্রহন চান জ্যোৎস্নাদেবী এবং দেবাশীষবাবুরা।

সকলকে বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

নতুন বছর সকলের ভালো হোক, সুস্থ থাকুন।

সঞ্জীব শিকদার

মুখপাত্র

শিলিগুড়ি সংগঠনিক জেলা বিজেপি

লকডাউনের সঙ্কটে এই গৃহবধূ শুরু করেছেন রান্না করা শুঁটকি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঘুরে দাঁড়ানো যায়। ইচ্ছে থাকলে এভাবেও ঘুরে দাঁড়ানো যায়। হ্যাঁ, শুঁটকি মাছ খেয়েছেন? লইট্টা,সিদল, কাচকি, ইলিশ, চিংড়ি --কত শুঁটকিই না আছে। যারা শুঁটকি মাছ খেতে ভালোবাসেন, তাদের কাছে শুঁটকি হলে আর কিছু দরকার নেই। আর সেই শুঁটকি মাছ দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন এক গৃহবধূ। করোনা লকডাউনের ঝাল সেই মহিলাকে পথে বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু শুঁটকির অন্যরকম স্বাদ সেই মহিলাকে আবার শিলিগুড়ি থেকে গোটা রাজ্য, গোটা দেশ এমনকি গোটা বিশ্বে পরিচিতি এনে দিয়েছে। আসলে গৃহবধূরা পারেন, ইচ্ছে করলেই পারেন। অন্তত এমন জ্বলন্ত উদাহরন তৈরি করলেন শিলিগুড়ি ভারতনগর নিবাসী গৃহবধূ অপরাজিতা দত্ত। ২০১৯ সালে লকডাউনের আগে তিনি পার্লার করতেন, টেডি বেয়ার তৈরি করতে হস্ত শিল্পের কাজ ছিল। কিন্তু লকডাউনের ভয়ঙ্কর ঝাল তাকে কার্যত পথে বসিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুরেতো দাঁড়াতে হবে, হেরে গেলেতো চলবে না। সেই সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শুঁটকি মাছের নানান সামগ্রী রান্না করে বিক্রি করবেন। আসলে তাঁর পূর্ব পুরুষেরা সকলেই অবিভক্ত বাংলার সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দা। আর সিলেট এলাকায় বা চট্ট গ্রামে বেশ জনপ্রিয় শুঁটকি মাছ। সেই সূত্রে শুঁটকির অনেক রকম রান্না বহু দিন ধরেই জানতেন অপরাজিতাদেবী। ব্যস, লকডাউনে যখনই মাথায় এলো শুঁটকি মাছ রান্না করে বিক্রি করবেন, অমনি শুরু করলেন তার বাস্তব রুপায়ন। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় বান্ধব সংঘের কাছে খুলে বসলেন শুঁটকি মাছের স্টল। নাম হলো কিচেন শুঁটকি। শুঁটকি মাছের সঙ্গে ভাত, তাছাড়া মাংস ভাতও রান্না করে বিক্রি করতে শুরু করলেন।

আসলে শুঁটকি মাছ রান্না করার সময় তার গন্ধ অনেকের সহ্য হয় না। ফলে অনেকের এই সুস্বাদু মাছ খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও ফ্ল্যাটে বা প্রতিবেশীদের আপত্তিতে বাড়িতে রান্না করতে পারেন না। কিন্তু কেউ যদি রান্না করে এই মাছ বিক্রি করেন তবেতো খাদ্য রসিকদের কাছে বিরাট ব্যাপার! গন্ধ পেয়েই তাঁরা তাই শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় কিচেন শুঁটকিতে হামলে পড়লেন। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কাশ্মীর, মুম্বাই এমনকি আমেরিকা, থাইল্যান্ড সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে শিলিগুড়ির অপরাজিতাদেবীর কিচেন শুঁটকির গন্ধ ও স্বাদ। নানান রকম শুঁটকি মাছ রান্না করে অনলাইনে তা বিক্রি করছেন অপরাজিতাদেবী। এমনকি দার্জিলিং বেড়াতে আসা দেশিবিদেশি পর্যটকরাও খবর পেয়ে ওখান থেকে শুঁটকি নিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন হোটেলেও সেখান থেকে শুঁটকি নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে শুঁটকি মাছের রান্নায় স্বনির্ভরতা এবং এক ব্যতিক্রমী রাঁধুনি হয়ে উঠেছেন অপরাজিতাদেবী। ফোন করেও এই শুঁটকি মাছের রান্নার বুকিং করা যায়। একশ কুড়ি টাকা থেকে আড়াইশো টাকা প্লেট, গ্রাম হিসেবেও তা পাওয়া যায়। শুঁটকি মাছের সঙ্গে ফ্রায়েড রাইস, মাংস--সেসবও আছে। শুঁটকি মাছের মধ্যে অনেক রকম শুঁটকি আছে। মোট পাঁচ রকম শুঁটকি পাওয়া যাচ্ছে এখানে। অপরাজিতাদেবী বলেন, খেয়ে দেখুন একবার--মন চাইবে বারবার।

'যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর, যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও। আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান হইও না।'

ঃ পবিত্র বাইবেল ঃ

শুভ বড় দিন এবং নতুন বছর সকলের জন্যে পরিপূর্ণতা লাভ করুক-- প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার মেলবন্ধনে

Better Tomorrow Foundation

(N.G.O)

Haider Para,Siliguri--734006

নতুন বছরে বেশি করে স্বাস্থ্য শিবির

নবকুমার বসাক (বিশিষ্ট সমাজসেবী, কর্ণধার--শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। নতুন বছরকে সামনে রেখে দু একটি কথা বলতে চাই। নতুন বছরে আমাদের প্রথম পরিকল্পনা হলো, বেশি বেশি করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। তার সঙ্গে গরিব অসহায় শিশুদের বেশি বেশি করে সহযোগিতা করা হবে। মাঝেমধ্যেই আমরা নতুন বছরে স্বাস্থ্য শিবির করবো। প্রত্যন্ত এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাই। তার সঙ্গে খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এবারও আমরা ফুটবল খেলার আয়োজন করবো। একটি ফুটবল আসর বসবে শিশুদের নিয়ে। আরেকটি ফুটবলের আসর বসবে ৪০ উর্ধ্বের বয়স্কদের নিয়ে। আমরা চাই শিশু থেকে বয়স্করা বেশি করে মাঠে আসুক। ফুটবল খেলুক। মাঠে দৌড়াদুড়ি করুক ছেলেমেয়েরা। তাতে শরীর ভালো থাকবে। সবাই ভালো ফুটবলার হবেন, এমনটা নয়। কিন্তু শরীরটাতো ভালো থাকবে মাঠে ছোটাছুটি করলে। এই সব কর্মসূচি ছাড়া আমরা বয়স্ক দরিদ্র অসহায়দের যেভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছি সেই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। অনেক বয়স্ক মহিলাকে আমরা এখন প্রতিমাসে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিই। তাছাড়া অনেকে তাদের সন্তানের জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করতে চান অনগ্রসরদের মধ্যে। উৎসব অনুষ্ঠানে অনেকে চা বাগান বনবস্তিতে অনগ্রসরদের খাদ্য বিতরন করতে চান। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে সেই সব সামাজিক কর্মসূচি পালন করতে পারেন না স্রেফ লোকজনের অভাবে। তারা আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ারসোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন । তারপর তাদের মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা সবসময় তৈরি। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী সংহতি মোড়ের সামনে দেবগীতা এপার্টমেন্ট রয়েছে। সেখানেই আমাদের অফিস। তাছাড়া গুগল পে বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/৮৮১২৮২৭৯৫৯

সময় পেলেই কবিতা, অনু গল্প সহ সাহিত্য চর্চায় ডুব দিচ্ছেন এই কলেজ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি ভারত নগরে বাড়ি কলেজ কর্মী উত্তম দত্তের। তিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সরকারি মহাবিদ্যালয়ের একজন কর্মী। কলেজে কাজ করার পর যখনই তিনি সময় পান বসে পড়েন লেখালেখি করতে। আসলে লেখালেখি বা সাহিত্য সৃজন করে তিনি আলাদারকম মজা পান। আর নিজে শুধু সাহিত্য চর্চা করেন না, তিনি চান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক সাহিত্য চর্চা। নতুন ছেলেমেয়েরাও লেখালেখিতে যুক্ত হোক। যত সাহিত্য চর্চা বা সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ততই সমাজের মঙ্গল। সেই দিকে তাকিয়ে তিনি পকেটের পয়সা খরচ করে বিভিন্ন স্থানে যেমন সাহিত্য সভ্য করছেন তেমনই বহু জ্ঞানীগুনী মানুষকে উৎসাহিত করছেন। শিলিগুড়ি থেকে গোটা রাজ্য এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশেও তাঁর সুনাম বা সাহিত্য গোষ্ঠীর সদস্য ছড়িয়ে পড়েছে। ফেস বুকের মাধ্যমেও চলছে তাঁর পুরোদমে সাহিত্য চর্চা। তৈরি করেছেন কাব্য সৃজন পরিষদ গোষ্ঠী। তাছাড়া উত্তরের সাহিত্য ভ্রমন গ্রুপ। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি শক্তিগড় বিদ্যালয়ে সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তিনি। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তিনি সংকলন তৈরি করেন। আগামী বৈশাখীতেও তিনি বেশ কিছু অনুষ্ঠান করতে চলেছেন। অনুগল্প ছোট গল্প নিয়ে তিনি সামনে কল্পনার আঁকিবুকি প্রকাশ করতে চলেছেন। বাংলাদেশ, রোমান থেকেও তাঁর কাছে লেখা আসে। ইতিমধ্যে তাঁর দুটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণের আঁকিবুকি এবং অবসরের আঁকিবুকি। তাঁর উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে জীবনের বাঁক। সাহিত্য চর্চাই তাঁকে এককথায় ভালো রেখেছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর স্বপন কুমার দত্ত, মালদার গৌতম তরফদার, কলকাতার মৃন্ময় তরফদার সহ আরও অনেকের কাছ থেকে লেখালেখির জন্য তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন। বাণিজ্যের ছাত্র হলেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ অনেকদিন ধরে। কার্যত শৈশবেই। অনেক সংগ্রাম করেও তিনি সাহিত্য চর্চা থেকে সরে আসেননি। বই মেলাতে গিয়েও তিনি বই কিনতে ভালোবাসেন। বই কেনেন, বই পড়েন। অন্যদের লেখা পড়ে একটা বাড়তি রসদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। আর সবকথায় বলতে গেলে, লেখালেখিতেই শান্তি পাচ্ছেন উত্তমবাবু। পয়লা বৈশাখে কিছু বই প্রকাশনার উদ্যোগ নিচ্ছেন। আর শিলিগুড়িতে ফেস বুক গ্রুপে সাহিত্য চর্চার গোষ্ঠী নিয়ে অনুষ্ঠান তিনি কিন্তু প্রথম শুরু করেন। উত্তমবাবু বলেন, অনলাইনে যতই বই পড়ুক না কেন মানুষ, ছাপার বই, ছাপার বইয়ের গন্ধ কিন্তু মনকে নাড়া দেয়।

খবরের ঘন্টা নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকায় তিনি খুব খুশি। তিনি চান, খবরের ঘন্টার সংখ্যগুলো যেন আরও ভালো করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হোক। তিনি চান, খবরের ঘন্টা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক।

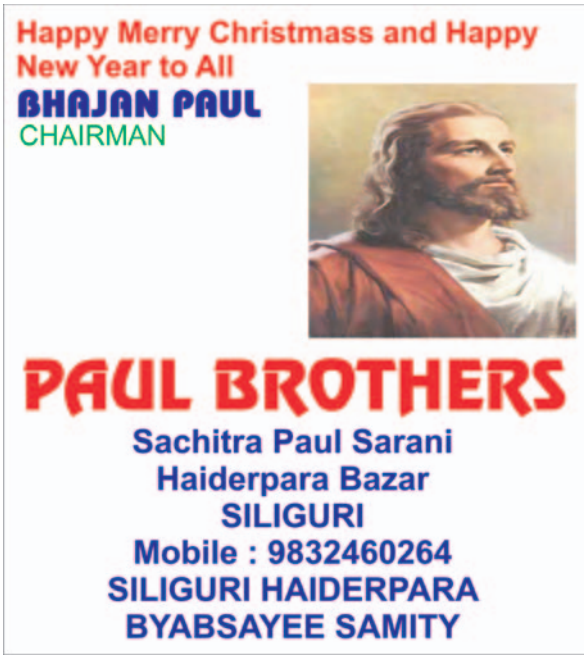

সমগ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীকে আমাদের তরফ থেকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা --

HAPPY MARY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR GREETINGS TO ALL

RODA

FRED

FREEDA

AND

FRANK

NETAJI NAGAR,CHAMPASARI
SILIGURI--3

ফ্ল্যাটের ফার্নিচার নতুনভাবে তৈরি করতে এই প্রথম নতুন প্রকল্প শুরু করছেন এই মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ করোনার পর অনেক মানুষ অর্থ সঙ্কটে পড়েছেন। অনেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের পুরনো ফার্নিচার হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে নতুন ফার্নিচারও কিনতে পারছেন না বা সেই ফার্নিচার বদলে ফেলতে পারছেন না। সেই কথা চিন্তা করে আপনার ঘরের ফার্নিচারগুলো রিসাইক্লিং, পুর্নব্যবহার বা নতুন করে ডিজাইন করতে পারেন। শিলিগুড়িনিবাসী একজন মহিলা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এই উদ্যোগ নিয়েছেন। নতুন বছর থেকেই কার্যত তাঁর এই নতুন ব্যতিক্রমী প্রয়াস শুরু হতে চলেছে। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই মহিলা শিলিগুড়িতে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর নাম সঙ্গীতা গুপ্তা। তিনি জানিয়েছেন, যারা ঘরের পুরনো ফার্নিচার রিসাইক্লিং , রিইউস বা রিডিজাইন করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন তাদের সঙ্গে। বিধান মার্কেট লাগোয়া হাকিমপাড়ার ঋষি অরবিন্দ রোডে সঙ্গীতাদেবীর অফিস রয়েছে। তাঁকে তাঁর মা প্রয়াত বিজয়া গুপ্তা এই ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের জগতে নিয়ে আসেন। আবাসন শিল্প যখন শিলিগুড়িতে পুরোদমে চলছে তখন একজন মহিলা হয়ে সঙ্গীতাদেবী বেশ দক্ষতার সঙ্গে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন। আগামী দিনে তিনি রিয়েল এস্টেটেও প্রবেশ করতে চলেছেন সুকনাতে। সেখানে ৬২টি ফ্ল্যাট তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছেন তারা। সকলকে নতুন বছর এবং বড়দিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সঙ্গীতাদেবী।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

চারদিকে শান্তির পরিবেশ তৈরি হোক

বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড
(বাগডোগরা ক্যাথলিক ডায়োসেস এর বিশপ, বাসিন্দা -বিশপ হাউস , প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ২৫ ডিসেম্বর আমরা সকলে প্রভু যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাব নিয়ে মেতে উঠি। এবারেও মেতে উঠবো। এই বিশেষ সময়ে একটি কথাই জোর দিয়ে আমি বলতে চাই, তা হলো চারদিকে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক। প্রভু যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি ও প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। প্রভু যীশুখ্রিস্ট সমাজে একতা, সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক বলে বার্তা দিয়েছিলেন। সমাজের মঙ্গলের জন্য সারা জীবন প্রভু যীশুখ্রিস্ট কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর দেওয়া আলোর পথ আমাদের কাছে আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আজকের দিনেতো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যতদিন যাচ্ছে ততই এই পৃথিবীতে প্রভু যীশুর মতো ঈশ্বর পুত্রের দর্শন ও জীবনের প্রতি আগ্রহ কিন্তু বেড়ে চলেছে। বড় দিনে সবাই অনুষ্ঠান বা আনন্দতো করবেনই, কিন্তু সকলে মনে রাখবেন প্রভু যীশু কি কি বলে গিয়েছেন। পবিত্র বাইবেল অনুসরন করবেন। সেখানে সব সৎ সঙ্গের কথা বলা হয়েছে। মানব জাতি তথা এই পৃথিবীর কি করে মঙ্গল হবে তার সব বার্তাই দেওয়া রয়েছে সেখানে। আর সেই সব সৎ সঙ্গ জীবনে চলার পথে মনে রাখলে আপনি অনেক ভালো থাকবেন। আপনার মনে শান্তি বিরাজ করবে।

খবরের ঘন্টা যেভাবে ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে কাজ করছে তার জন্য খবরের ঘন্টাকে শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টা আরও এগিয়ে যাক।

সকলকে বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছর ২০২৪ সালের শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

নিঃস্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

যীশুখ্রিস্টের দর্শন উপলব্ধি করা প্রয়োজন

স্বদীপ্ত স্যামুয়েল

(আঞ্চলিক অধিকর্তা, বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন, কাজিমান প্রধান রোড, মেথিবাড়ি, শালবাড়ি)

সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। নতুন বছরেরও আগাম শুভেচ্ছা। বড় দিন এলেই অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়। জিঙ্গেল বেলের শব্দ আমাদের বার্তা দেয়, বড় দিন আসছে। পরমেশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন শুধু ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। যীশু খ্রিস্ট সারা জীবন প্রেম ছড়িয়ে গিয়েছেন। আমরা কিভাবে ভালো থাকবো সেই রাস্তাই প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রভু যীশুখ্রিস্টকে স্মরন করা মানে সত্যকে স্মরন করা। প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ভালো করে উপলব্ধি করা মানে শান্তির সন্ধান করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনিষীও প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শনের কথা বলে গিয়েছেন। আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধীও অহিংসা বা শান্তির কথা বলতে গিয়ে প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শনের কথা বারবার বলে গিয়েছেন। এই বড় দিনে আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে স্মরন করবো মানে তাঁর দেখানো আলোর পথে এগিয়ে যাবো। এই সময়ে আমরা বেশি বেশি করে বলবো, সততার কথা। আমরা বেশি বেশি করে বলবো শান্তির কথা। এই সময় আমরা বেশি বেশি করে বলবো ভালোবাসার কথা। কারণ ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট সেই সব বার্তাই বারবার দিয়ে গিয়েছেন।

অন্য বছরের মতো এবারেও আমরা শালবাড়িতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করবো। সেখানে প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তার পাশাপাশি বড় দিনকে সামনে রেখে আমাদের অনেক সামাজিক ও মানবিক কাজও রয়েছে। যদিও আমরা সারা বছর ধরেই প্রভু যীশুর দর্শনকে সামনে রেখে অনগ্রসর অসহায় মানুষদের সেবা করি। কোথাও চা বাগান বা বস্তিতে গিয়ে আমরা কম্বল বিতরন করি, কোথাও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করে ওষুধ বিতরন করি। কোথাও খাদ্য সামগ্রী বিতরন করি। সেবার মনোভাব থেকেই আমরা সেসব করে থাকি। বড় দিনকে সামনে রেখে সেই সব মানবিক কাজ আরও বেশি বেশি করে হয়। আসছে নতুন বছর। নতুন বছরেও আমাদের অনেক নতুন নতুন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি রয়েছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই থাকলো প্রার্থনা ।

CHRIST-MAS

SHRADDHA TIRKEY (RANCHI)

Most awaited festival of the year, The season of holidays is here. I was done with all the preparations, The star, crib and home decorations.
Besides these, I felt something was missing, It was cake which my intuition was recalling. Ran to the kitchen to bake some cake, I found that I lacked ingredients to bake.
At once I got hold of my cap and overcoat, Set off to buy the ingredients round the road. On my way a boy was insisting his father, To purchase him a Santa miniature rather. I passed them but the boy continued to wail, My shop was just two minutes away. I bought my requisites and was returning, The boy and father were no longer therein.
I could not get off the thought, The boy was wailing for Santa Claus. Is Santa so much important for Christmas? Why have we over emphasized it so much? The essence of Christmas lies with Jesus,
His humble birth brings along the reason. To celebrate the season of love and joy, Let's unravel the story to experience the alloy.
It was a cold winter night of December, All native ones were asked to assemble.
In Bethlehem where the census was to
commence,
Joseph and Mary also registered their presence.
In search of room they roamed across the city, They settled in an inn because no room was empty.
Baby boy Jesus was born and laid in a manger, Wrapped in white cloth and rejoiced by angels.
A bright star was shone far away in the East, It guided the kings to take their correct lead. Angel appeared before the shepherds in the field, Asked them to witness the big holy day indeed. The kings on reaching fell down on their knees, And placed their gifts- gold, myrrh and frankincense.
This is the story of the Christmas day, Where there is no role for the Santa to play.
I arrived home and baked the cake,
All seemed perfect after this take.
All wrapped up for the Christmas day, Heartily wishes to everyone for today.

যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন

ধনঞ্জয় পাল
(শিলিগুড়ি)

যীশু খ্রীস্টের জন্ম কবে হয়েছিল সে কথা কেউ জানেন না। এমনকি সে ব্যাপারে বাইবেলের কোথাও কোনো লেখা নেই বা উল্লেখ নেই।

যীশুর জন্মের সঠিক তারিখ নির্ধারন করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে কঠিন বলে মনে হয়েছে। প্রতিবাদী এবং ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন যে যীশুখ্রীষ্ট ২৫শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহন করেছিলেন। গোড়া খ্রীষ্টানরা ৬-৭ জানুয়ারি রাতে তার জন্মদিন পালন করেন।

রোমে ৩৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করা হয়। এরপর ৩৫০ খ্রীস্টাব্দে পোপ জুলিয়াস এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন থেকে ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন বা ক্রিস্টমাস-ডে হিসাবে পালিত হয়।

যীশুর বাবার নাম জোশেফ এবং মায়ের নাম মেরি বা মরিয়ম।(মতান্তরে যীশু কুমারী-মায়ের সন্তান ছিলেন।)

বাইবেলের লেখক এবং অনুসারীদের মতানুসারে যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেমের দক্ষিনে অবস্থিত বেথেলহেম শহরে। ইহুদীরা এখানে বসবাস করতেন। গসপেল অনুসারে যীশুর জন্ম ইহুদী ভূখন্ডে হয়েছিল। এই দেশগুলো সেই সময় রোমের অধীনস্থ ছিল। যীশুর মা-বাবা নাসরাতের বাসিন্দা ছিলেন।

রোমের শাসক অগাস্টাস তার অধীনস্থ দেশগুলোতে একবার আদমশুমারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলা হয়েছিল প্রত্যেকেই যেন তার শহরে উপস্থিত হয়। সেই মতো মেরি এবং যোশেফ সেখানে গিয়ে দেখলেন শহরটি বহিরাগত মানুষে ভরে গেছে। এবং দিনশেষে সন্ধ্যে হয়ে এলে ওই দম্পতি অন্য কোনো আশ্রয় না পেয়ে একটি পশু রাখার গুহায় আশ্রয় নেন(আস্তাবল)। ওই রাতে মেরি একটি শিশুর জন্ম দেন যিনি যীশু নামে পরিচিত এবং খ্রীস্ট ধর্মের প্রবর্তক।

বর্ষ বিদায়ের রাতে কম্বল বিতরন, মানুষের সেবাতেই নতুন বছরের আনন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শেষ হতে চলেছে একটি বছর, ২০২৩। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে আজকাল চারদিকে নানা অনুষ্ঠান হয়। বর্ষ বিদায় বা বর্ষ বরনের রাতে চারদিকে পার্টি বসে। পিকনিক হয়। কেউ সিংঙ্গিং বারে যায়, কেউ ডান্স বারে যায়। চারদিকে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। আনন্দ অবশ্যই প্রয়োজন। এমন আনন্দের প্রয়োজন নেই যে আনন্দ আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। এমন আনন্দের প্রয়োজন নেই যে আনন্দ সমাজের ক্ষতি করে। আমরা যখন হুই হুল্লোড় করে পার্টিতে মেতে উঠবো তখন হয়তো দেখা যাবে রাস্তার ধারে ফুটপাথে কোনো অভুক্ত মানুষ পড়ে রয়েছে। কেউ হয়তো কম্বল না পেয়ে কষ্টে রয়েছেন। সেই দুঃখী মানুষের মধ্যে হাসি ফোটানোই হলো আসল আনন্দ। অন্যের দুঃখে সমব্যথী হয়ে সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটালে সেই দুঃখী মানুষের আত্মা আনন্দিত হয়। আর তাতে প্রকৃতপক্ষে পরম ঈশ্বর খুশি হন। সেই কথা মাথায় রেখেই বর্ষ বরনের রাতে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বা স্টেশনে পড়ে থাকা অসহায় মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরন করবেন শিলিগুড়ি ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ারসোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পূজা মোক্তার। পূজাদেবী সারা বছর ধরে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অসহায় মানুষদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সেবা দিয়ে থাকেন। বর্ষ বরনের রাতে তাই সেই সব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোতেই তিনি বড় আনন্দ বলে মনে করেন। তাঁর কথায়, যারা আনন্দ হই হুল্লোড় করবেন তারা তাদের বাজেট থেকে একটু অর্থ বাঁচিয়ে দুঃস্থ অসহায়দের পাশে দাঁড়ালে প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন। নিজেদের ব্যক্তি আনন্দ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে দুঃস্থ অসহায় এবং অভুক্ত মানুষদের সাহায্য করলে নির্ভেজাল আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। পূজাদেবী সারা রাত ধরে বর্ষবরনের সময় রাস্তার ধারে বা স্টেশনে পড়ে থাকা অসহায় মানুষদের পাশে থাকার কর্মসূচি গ্রহন করেছেন। পূজাদেবীকে সহযোগিতা করা বা যোগাযোগের নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

মহামানব যীশু খ্রীষ্ট

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির)

প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর অন্যায় ও পাপের বিষ বাস্প থেকে পরিত্রাণ করার জন্য মহামানব যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল। ইহুদীদের দেশের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদী জননীর গর্ভে যীশু জন্মগ্রহন করেন। ইহুদীদের ধর্ম ছিল স্বজাতির মধ্যে আবদ্ধ, তাদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর জিহোভার বিধি নির্দেশ পালন করাই মানব জন্মের একমাত্র সত্য ও লক্ষ্য।

বেথেহেলেমের একটি সরাইখানার আস্তাবলে ভগবান যীশুর আবির্ভাব। পিতা যোসেফ ও মা মেরী পূর্বেই বুঝেছিলেন যে তাঁদের ব্যাকুল প্রার্থনায় ঈশ্বর ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

পিতা যোসেফ খুব দরিদ্র ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সূত্রধরের কাজ করতেন। ছিলেন ধার্মিক। মা মেরীও ধর্মপরায়না। বাল্যকালে হতেই পিতা যোসেফের সঙ্গে যীশু কাজ করতে বের হতেন, তাই লেখাপড়া করার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবে জীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল বাল্যকাল থেকেই তাকে ভাবিত করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃচির। সাধু-সন্ন্যাসী ও বিজ্ঞ জন দেখলেই তাদের কাছে সত্য ন্যায় ও ধর্মের মহিমা সম্পর্কে নানা কথা শুনে নিতেন। কোন কোন সময় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। ব্যাকুল হয়ে আপন মনে জিজ্ঞাসা করতেন-- মানুষের এত দুঃখ কষ্ট কেন?

সকলকে আকুল হয়ে প্রশ্ন করতেন--সত্যের পথ কি!

যীশু দেখালেন যে মানুষই ঈশ্বরের সন্তান।অতএব মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হবে। তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 'ঈশ্বরের পুত্র ' বলে।

ইহুদীদের একদল যাজক যীশুর সেই কথাকে মেনে নেয়নি। তারা সেদিন যীশুর বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধী অভিযোগ এনেছিল। তাঁর অনুগামীদের ও নানাভাবে প্রলুব্ধ করে যীশুর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছিল। শেষে যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তারা তুলে দিয়েছিল বিদেশী শাসনকর্তার হাতে। বিচারে যীশু দোষী সাব্যস্ত হলেন--তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে মারা হবে। নিয়ে যাওয়া হল কালভারি নামক স্থানে। ৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল পবিত্র শুক্রবার গুড ফ্রাইডে ক্রুস কাস্ট এ আত্মাহুতি দিলেন মানুষের ভগবান যীশু চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তিনি বলতে ভুলেন নি--' হে ঈশ্বর এদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর।'

মৃত্যুর তিন দিন পর শিষ্যদের দর্শন দান করেন-- তাদের অভয় দিয়ে বলেন, মানবাত্মার মৃত্যু নেই।

আজ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ যীশুর পবিত্র জীবনের কথা স্মরন করেন।

২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রিষ্টের জন্ম দিন। খ্রিষ্টানদের কাছে এই দিনটি অতি পবিত্র দিন এবং বড় দিন। এই পবিত্র দিনটিতে খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষ নতুন পোশাক পড়ে গির্জায় সমবেতভাবে প্রার্থনায় যোগ দেন। যীশুর জীবনী পাঠ শোনেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘন্টা ধ্বনি করেন। গরিব দুঃখীদের খাদ্য বস্ত্র বিতরন করার কাজে অংশগ্রহনকরেন। লোভ, দ্বেষ, ঘৃণায় পূর্ণ পৃথিবীতে যীশু প্রেম , ক্ষমা এবং আর্ত সেবা ও শান্তির প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর আদর্শ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য এই পবিত্র দিনটিতে।

সবাই ভালো থাকুন

পুষ্পজিৎ সরকার

(সম্পাদক, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি মহকুমার প্রত্যন্ত খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জ দুধাজোতে চলছে আমাদের তরাই বি এড কলেজ। তার সঙ্গে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। এছাড়া শান্তিনিকেতনের মডেলে অনাথ অসহায় শিশুদের নিয়ে চলছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। আবার গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে চলছে আমাদের তরাই কোচিংসেন্টার। সেখান থেকে জাতীয় স্তরের কয়েকজন খেলোয়াড়ও উঠে এসেছে। গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং গ্রামীন এলাকার পরিবেশ বদলে দিতেই আমাদের এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। সেখানে স্থানীয় অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।আর অসহায় অনেক শিশু ভবিষ্যতে বড় হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করছে। তাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা দরকার। আপনারা যারা সহৃদয় গুন সম্পন্ন মানুষ রয়েছেন তারা নতুন বছরে এই সব অসহায় শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর শপথ নিতে পারেন। তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে একবার আসুন। দেখুন সেই শিশুরা কিভাবে বড় হচ্ছে। অনেক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে তারা চলছে। তারা বাংলা মাধ্যম স্কুলেই পড়ছে। তাদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভা রয়েছে। আপনার অকৃপন সহযোগিতা পেলে এরা নতুন দিশা দেখতে পারে। আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে। ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। আর বিশেষ কি বলবো, নতুন বছরে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। আর আমাদের কর্মকান্ডের পাশে থাকুন। একদিকে শিক্ষা বিস্তার, আরেকদিকে স্বাস্থ্য, তার সঙ্গে কর্মসংস্থান, স্বনির্ভরতা, মানবিকতা, সামাজিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক মাথায় রেখে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছি ওই গ্রামে। এছাড়া খেলাধূলার প্রসারেও আমাদের অনবরত প্রয়াস চলছে। ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করতেও আমাদের যুদ্ধ চলছে।

নতুন বছর ভালো হোক

মৃনাল পাল

(কর্ণধার, সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা নতুন বছরের। এই সময়ে আমরা প্রার্থনা করি একটিই, নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। পুরনো বছর ২০২৩ সালে যা কিছু খারাপ অবস্থা গিয়েছে আমাদের তা যেন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি, নতুন বছরটা যেন সকলের কাছে ভালো হয়ে ওঠে। সেই প্রার্থনা থাকছে। যেহেতু আমি শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, নতুন বছরে চাইবো শিল্প কারখানার পরিবেশ ভালো হোক। আগেও বহু বার খবরের ঘন্টায় শিল্প কারখানার পরিবেশের কথা বলেছি। আবারও একই কথা বলছি। শিল্প কারখানা তৈরি হলে কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাতে কিছু মানুষের রুটি রুজি চলবে। আর কাওকে কাজ দেওয়া কিন্তু এক মহৎ কাজ। আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আবারও বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বড় দিন ও নতুন বছরকে সামনে রেখে স্বরচিত সঙ্গীত

বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সুঃ স্বাগতম
এসো হে নতুন বছর,
বিদায় তোমায়, সেলাম তোমায়
অশ্রু জলে আর ফিরবে না আর কেউ
আসছে আবার প্রদীপ জ্বেলে
সন্ধ্যা পুজোর ঘন্টা বাজিয়ে
নতুন সূর্য্য উদয় হলো
বড়দিনের দ্বীপ জ্বেলে।
অনেক দিনের অনেক কথা
সফল হয় না মনের ব্যথা
কত প্রান গেলো যে ভেসে
আসবে নাতো আর এই দেশে
হে মহামানব তুমি জানো সব
তোমার আঁচল তলে বসে
আশিস দিও সর্বশেষে
বিদায় তোমায় সেলাম তোমায়